ব্রজলীলা

বন্দনা ॥

গীত।

কৃপা কুরুমে কৃষ্ণ কেশব।
কুঞ্জ কানন-চারী নম, গোপাল রূপ ধারী,
কালিয় হর কাল বরণ মুকুন্দ মুরারী ॥

হরিকথামৃত পানাসক্তচিত্ত

ভক্তভৃঙ্গ

নিবাধাই নিবাসী

শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

কোমল কর-কমলে

প্রকাশক কর্ত্তৃক

এই পুস্তক

সাদরে

অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীহরি।

দানপত্র।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ম প্রণীত এই ব্রজলীলা পুস্তক আমি কলিকাতা বড়বাজার সাধা. রণ হরিসভাধ্যক্ষ অগ্রজোপম শ্রীযুক্ত রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয়কে নিঃস্বার্থভাবে দান করিলাম, ইহাতে আমার নাম ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব রহিল না। অদ্যাবধি ইনিই এই পুস্তকের একমাত্র অধিকারী হইলেন, পুস্তক বিক্রয় ও অভি-নয়ের যাবতীয় ক্ষমতা ও উপস্বত্ব ইহারই হইল আমি বা আমার কোন উত্তরাধিকারী গণের ইহাতে কোন দাবি দাওয়া থাকিল না।

কলিকাতা
, আশ্বিন ১৩০২।

শ্রীরসিকলাল চক্রবর্ত্তী গুণাকর
সাং যশোহর রায়গ্রাম।

গোবিন্দ নন্দ বালক গোপী বল্লভ লোকপালক,
মধুসূদন বেনু বাদন শ্রীবৃন্দাবন বিহারী, গোলকেশ্বর
হে ব্রজেশ্বর, জগদীশ্বর দাপহারী,—ভকতাধীন
দীনদয়াল দূরিত দুঃখান্তকারী, অধম দীন রসিকে
পদে রাখহে বিপদবারী ॥

নমস্তে শুভদায়িনী; সুখদাত্রী শ্বেতাঙ্গিনী,
শ্বেত সরোজবাসিনী, কেশব বাসনা।
বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণী, বিদ্যাবুদ্ধি স্বরূপিণী,
মাধব মনোমোহিনী, ইন্দু নিভাননা ॥
(মাগো) তব পদে রেখে মতি, দেবাদির পূজ্য অতি
দেব গুরু বৃহস্পতি, খ্যাত ত্রিভুবনে।
ঐ পদ ভেবে মার্কণ্ড করেন অদ্ভুত কাণ্ড,
দেবীর মাহাত্ম্যকাণ্ড, [illegible] বর্ণনে ॥
বাল্মিকী ঐ পদ বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে,
বিখ্যাত সকলস্থলে, রামগুণ কীর্ত্তনে।
ঐ পদ করিয়ে আশ, সুবিখ্যাত বেদব্যাস,
কবিত্ব করি প্রকাশ, গীতা বেদ পুরাণে ॥
হ'য়ে মা তোমার দাস, মহাকবি কালিদাস,
কৃত্তিবাস কাশীদাস, কবি ব'লে খ্যাত।
মা তোমার পদসেবি, ভারতচন্দ্র মহা কবি,
বঙ্গকবি কুলরবি, হইল উদিত ॥
তব ভক্ত জয়দেব, জগতে কি তুল্যদেব,

তাঁর তুল্য নাহি দেব,　হরিগুণ কীর্ত্তনে।
মা তব পদ প্রসাদে,　নিয়ত রাম প্রসাদে,
ধন্য ধন্য উচ্চনাদে,　বলে সর্ব্বজনে॥
তবপদে সঁপে মতি,　দ্বিজবর দাশরথি,
পাঁচালীতে পূজ্য অতি,　ভারতে হইল।
ভবে মা তব চরণ,　আধুনিক কবিগণ,
হেমাদি মধুসূদন,　সুযশ লভিল॥
মা তব পদ ভাবনা,　করেছে ভবে যে জনা,
ক'রেছ মনস্কামনা,　পূর্ণতুমি তার।
(তাই) তবপদ হৃদে রাখি'　মা তোমারে সদাডাকি
মনস্কামনা পূর্ণ কি,　হইবে আমার ?
আমি বিদ্যা বুদ্ধিহীন,　মূঢ়মতি অতি দীন,
হ'য়ে দুরাশার অধীন,　ভ্রমি ধরাতলে।
কুড়ে বাঁধ্‌তে সাধ্য নাই,　অট্টালিকা ক'রতে চাই,
সমুদ্রে ভেলা ভাসাই,　পার হব ব'লে॥
আশার কুহকে ভুলে,　কবিত্ব সিন্ধু অকুলে,
ভাসিতেছি মোরে কুলে,　লহ গো জননী।
দীন দুঃখ বিনাশিয়া,　তোষ মাগো হরি প্রিয়া,
স্বগুণে সন্তানে দিয়া,　চরণ তরণী॥

গীত।

কুরু করুণা মা বীণাপাণি।
হ'য়ে কণ্ঠেতে আসীনা, (জননী) দীনের বাসনা,

পূর্ণ কর বাগ্‌বাদিনী।
এ সভা-সাগর, হেরিয়ে দুস্তর ডাকি মা জ্ঞানদায়িনী।
আর কেউ নাই তোমাবিনে, (জননী) তার জ্ঞান
হীনে, দিয়ে অভয় চরণ তরণী॥
কল্পনা কুসুমে গাঁথিবারে হার, সতত বাসনা করে
মন আমার, নাহি বিদ্যা বুদ্ধি ভরসা তোমার,
ও মা শ্বেতবরণী।
তব পদ সেবি, কত মূর্খকবি হয়েছে সরোজ
বাসিনী।
আজি তেমতি রসিকে, (জননী) তোষ মা রসিকে
স্বগুণে জ্ঞান প্রদানী॥

সূচনা॥

ত্রিপদী

শ্রবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস বিরচিত,
ভাগবত ভাবের সাগর।
যাহে ভক্ত জলচর, সন্তরিছে নিরন্তর,
স্বয়ং হরি যাহে কর্ণধার॥
তারিতে ভকত চয়ে মুকতি তরণী ল'য়ে,
সদা কাল করেন বিহার।

দিলে সে সাগরে ঝাঁপ, দূরে যায় পাপতাপ,
অনায়াসে হয় সে উদ্ধার ॥
পরীক্ষিত নরপতি, হইয়া দুঃখিত অতি,
শুকদেবে করেন জিজ্ঞাসা।
কিসে প্রভু মুক্তি পাই, হইয়াছি নিরুপায়,
নাহি আর জীবনের আশা ॥
ব্রহ্মশাপে কলেবর, কাঁপিতেছে নিরন্তর
অগ্রসর হ'ল বলে কাল।
কৃপাকরি নিজদাসে, তোষ সে মধুর ভাষে,
যাতে রক্ষা হয় পরকাল ॥
পরীক্ষিতের ভারতী, শুনে শুক মহামতি,
ক'ন শুন পাণ্ডুবংশধর।
বৃথা চিন্তা পরিহরি, আত্ম সমর্পণ করি,
ভজহরি ব্রহ্মপরাৎপর ॥
শুন হরি গুণগান, কর নামামৃত পান,
মন প্রাণ সঁপ হরিপদে।
হরি প্রেম সিন্ধুজলে, ডুব হরি হরি ব'লে,
নিশ্চয় তরিবে সর্ব্বাপদে ॥
তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে, বৈরাগ্য নাহিক মিলে,
বৈরাগ্য হইলে প্রেমোদয়।
প্রেমোদয় হয় যার, বলকি ভাবনা তার,
দূরে তার যায় ভবভয় ॥

অপার ভব সাগর, দেখ দেখ নরবর,
জ্ঞান চক্ষু ক'রে উন্মীলিত।
মায়ার তরঙ্গতাহে, আশা-বায়ু সদা যাহে,
বহিয়া করিছে আন্দোলিত॥
বিষয়-বাড়বানল, সতত তাহে প্রবল,
কামাদি কুম্ভীর সদাচরে।
ভ্রুকুটী ভঙ্গী বিশাল, তীরে দাড়াইয়া কাল,
ধর্ম্মদণ্ড ধরি নিজ করে॥
চাহি সদা জীবোপরে, ভীম হুহুঙ্কার করে,
তার করে পেতে অব্যাহতি।
আছে এক সদুপায়, শুনবলি নররায়
সঁপ সেই হরি পদে মতি॥

গীত।

বলহে রাজন, ভীত কি সেজন,
সঁপেছে যে মন হরিতে।
ব্রহ্ম শাপ, মনস্তাপ, যাবে পার যদি তাঁকে স্মরিতে॥
জীবে ক'রে হরিনাম, অন্তে পায় আনন্দধাম,
জানে ত্রিজগতে, হরি হ'তে শ্রেষ্ঠ হরিরনাম।
হরের্ণাম হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেলবম্‌ কলৌ-

নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা নাম্নৈব কেবলম্, অনিত্য সংসারে নিত্য নাম্নৈব কেবলম্, মিথ্যা এ সর্ব্বৈব সত্য নাম্নৈব কেবলম্, নাম ধ্যান, নাম জ্ঞান, নাম প্রাণ, নামে ত্রাণ। নাম সুমধুর, এ নাম মধুর হ'তেও সুমধুর, হরি নামে নিত্য সুধাক্ষরে, হরি নামে ভব ক্ষুধা হরে, হরিনামে সে শমণ ডরে, হরি-গুণ হরিগান হরিনাম সুধাপান,কর কি ভয় রসিক তরিতে। (হরি নাম তরিতে)

ত্রিপদী।

করি হরি সংকীর্ত্তন, পরে শুক তপোধন
পরীক্ষিতে কহিছেন পুনঃ।
স্পর্শিতে নারিবে কাল, রক্ষা হবে পরকাল,
শ্রীহরির আদ্যলীলা শুন ॥
যদি বলহে রাজন, দর্শনেতে অদর্শন,
নিরাকার বেদের মীমাংসা।
তাঁর লীলা কি প্রকার, শুন বলি মর্ম্মতার,
রূপকেতে আত্মলীলা ভাষা ॥
কৃষ্ণ আত্মা রূপী ব্রহ্ম পালন তাঁহার কর্ম্ম,
জীবের আশ্রয় চরাচরে।

জীবে দিতে মুক্তি ভেলা, আত্মাও জীবাত্মালীলা,
হয় নিত্য ব্রজের ভিতরে ॥
নিস্তারিতে জীবগণে, সেই নিত্য বৃন্দাবনে,
হ'য়ে হরি নন্দের কুমার।
কখন দয়াল বেশ, কখন বা হৃষিকেশ,
হন যুবা কভু ভীমাকার ॥
প্রেমের আধার বিভু, স্নেহের পুতলি কভু
কভু হন মায়া বংশীধারী।
কখন বাল স্বভাব, কভূ বা রাখাল ভাব.
কভূ হন প্রেমের ভিখারী ॥
কখন মোহন রূপ, কভূ দাস কভূ ভূপ,
কভু প্রভু হন বনমালী।
যে ভাবে যে ভাবে তায়, সেই সে ভাবেতে পায়,
কভূ কৃষ্ণ কভূ হন কালী ॥
অতএব মহারাজ, শ্রবণ করুণ আজ,
ব্রজলীলা অপূর্ব্ব কথন।
দৈত্যগণ অত্যাচারে, ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে,
লুপ্ত প্রায় হইল যখন ॥
হইয়া কাতরা অতি, গাভীরূপে বসুমতী,
দ্রুতগতি ব্রহ্মলোকে গিয়া।
মন দুঃখ বিরিঞ্চিরে, কেন্দে কন ধীরে ধীরে,
অশ্রুজলে ভেসে যায় হিয়া ॥

গীত।

নাথ দুঃখ কত কব আর।

সদা দৈত্য রাজগণে প্রবৃত্ত পীড়ণে, নারি সে যাতনা সহিতে জীবনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম যত, সবই হ'ল হত, ক্রমে বৃদ্ধি অত্যাচার।

হতেছে ধনাঢ্য বিদ্বান যে জন, স্বেচ্ছায় স্বধর্ম্ম দিচ্ছে বিসর্জ্জন, ত্যাজি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বিধর্ম্মেতে মতি তার॥

মুহূর্ত্তের তরে সুখী নহে নর, দিবে কত নিত্য নূতন রাজ কর, অন্ন বিনে অনাহারে নিরন্তর, করিতেছে হাহাকার॥

আর্য্যরীতি নীতি নাহিক সমাজে, সেজেছে সমাজ অভিনব সাজে, কাম পানাসক্ত অথবা কুকাজে, রতি মতি সবাকার॥

প্রণয়ের মূলে যে বাল্য বিবাহ, এবে তাহা সবে ভাবে দোষাবহ, স্ত্রী স্বাধীনতা পাশ্চত্য বিবাহ দচ্ছে কত কুলাঙ্গার॥

ধার্ম্মিক প্রেমিক রসিক সুজন, এবে তারা সবার বিদ্রুপ ভাজন, মম সম তারা করিছে রোদন মন দুঃখে অনিবার॥

ধরার রোদন শুনি, ধরাসহ পদ্ম যোনি,
চলিলেন ক্ষীরোদ সাগরে।
যথায় নিদ্রিত হরি, গিয়া তথা ত্বরা করি,
দোঁহে কেঁদে কন উচ্চৈস্বরে॥

পদাবলী।

বিতর কাতরে হরি শ্রীপদ তরণী।
অকুলে পড়েছে তব বিরিঞ্চি ধরণী॥
(দেখ দেখ হে নাথ, চক্ষু মেলে দেখ হে নাথ,
কৃপা চক্ষু মেলে দেখ হে নাথ, পতিত পাবন,
হরি তোমা বিনে, পতিতে কে তারিবে দুর্দ্দিনে,
যদি দয়া না করিবে, দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে,
যায় তব সৃষ্টি রসাতলে, বারেক দেখ হে নাথ
চক্ষুমেলে, দয়াময় দীননাথ অনাথ নাথ জগন্নাথ॥)

দৈত্য অত্যাচার আর সহিতে না পারি, বিপদে করহে ত্রাণ ক্ষীরোদ বিহারী, (পদ কে বা চায়, বিপদ না থাকিলে পদ কেবা চায়, হরি বিপদেতে ফেলাও যাকে, জানি সেই ত হরি তোমায় ডাকে, তায় ডাকি তোমায় বিপদ বারণ, উঠে কর ত্বরা বিপদ বারণ, মোরা নিরুপায় হ'য়েছি হরি, তাই অনিবার তোমারে স্মরি, হরি বোল হরিবোল হরিবোল॥)

ধরম করম লুপ্ত হ'ল, একেবারে, অকালে প্রলয় হরি হয় পাপ ভারে, রক্ষা করহে নাথ পাপ দৈত্য করে, (রক্ষা

করহে নাথ, পাপ ভারে ধরণী অধীরা, সে ভার হরণ হরি কর ত্বরা, বল তোমা বিনা ভূভারহরণ! হরি কে করিবে আর ভূভারে হরণ, তায় কাতরে তোমারে ডাকি, আঁখি মেলে দেখ কমল আঁখি, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥)

ত্রিপদী।

বিধি ধরণীর বাক্য, শুনি দেব কমলাক্ষ
কমলাঁখি করি উন্মীলিত।
চাহি বিধি ধরাপানে, সুমধুর বাক্য দানে
তুষিলেন দোঁহাকার চিত ॥
বল পৃথ্বি কিবা ভয়, আপনি হইবে লয়,
দুর্জ্জন হইবে যেই জন।
তব দুখ বিনাশিতে, যাবত্বরা অবনীতে,
ত্যাজ দুঃখ সম্বর রোদন ॥
সত্ত্বগুণ বসুদেব, তার অংশে আবির্ভাব,
হব ভক্তি দৈবকী উদরে।
নাশি পাপ দৈত্যগণ, তুষিব তোমার মন,
ত্বরা মুক্তি পাবে বসুন্ধরে ॥
পৃথিবী অভয় পেয়ে, শ্রীপদে প্রণাম হ'য়ে
নিজ স্থানে করিল প্রস্থান।
শ্রীহরির আজ্ঞা ক্রমে, দৈবকী গর্ভ অষ্টমে,
হ'ল অনন্তের অধিষ্ঠান ॥

পরে হরি আকর্ষণ, করি অনন্তে স্থাপন,
করিলেন রোহিনী উদরে।
যত দেব দেবীগণ, হ'য়ে গোপ গোপীগণ,
জন্মিলেন গোকুল নগরে॥
হেথা কংস কারাগারে, পাপকংস অত্যাচারে
বসুদেব দেবকী সুন্দরী।
বলে কোথা দীন নাথ, কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
কত দুখ দিবে আর হরি॥
সে দুখ হরিতে হরি, বৈকুণ্ঠ পরিহরি,
অষ্টম গর্ভেতে অধিষ্ঠান।
শ্রাবণ কৃষ্টাষ্টমীতে, শুভ অর্দ্ধ যামিনীতে,
ভূমিষ্ট হ'লেন ভগবান॥
নীরদ বরণ গাত্র, চতুর্ভুজ পদ্ম নেত্র,
দেখা মাত্র প্রফুল্ল অন্তরে।
কন দেবকী সুন্দরী, এরূপ সম্বর হরি;
ভাবি কংস পাছে ধ্বংশ করে॥

গীত।

হে হৃষী কেশম্।
বিতর কৃপা লেশম্॥
দেহি কমলা সেবিত পদ কমলেশং।
অনন্তং অচিন্ত্যং মহিমা অশেষং॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী।
চারু বেশং, সৃজন পালন লয়কারী ত্রিলোকেশং, (আয় বাপ আয় কোলে আয়, কোলে লয়ে' তাপিত প্রাণ যুড়াই) বাঞ্ছে তব পদযুগ বিরিঞ্চি মহেশং, সম্ভবং কদাপি মৎপুত্র গোলকেশং। (রূপ সম্বর বাপ, হে পীতাম্বর)

পতিত পাবন ভক্ত বৎসল দিনেশং, ভজনহীন রসিক নাহি ভক্তি লেশং (গতি হবে কি হরি, অগতি রসিকের) অগতির গতি ত্বংহি জানিহে বিশেষং প্রসন্নং প্রসন্নং তৎপ্রতি ভুবনেশং। (দীনে ভুলনা হরি, দীন বন্ধু হ'য়ে)॥

ত্রিপদী।

শুনি মায়ের রোদন, করি রূপ সম্বরণ,
কন হরি দিলাম অভয়।
হ'লে কিছুকাল গত, কংসকে করিব হত,
আশু মোরে রাখ নন্দালয়॥
যশোদা নন্দের প্রিয়া, যোগমায়া প্রসবিয়া
আছেন তিনি নিদ্রাতে মোহিতা।
মোরে পরিবর্ত্ত করি, আন সেই শুভঙ্করী,
যোগমায়া নন্দের দুহিতা॥

শুনে বসু ল'য়ে হরি, কংস পুরী পরিহরি,
নন্দালয় করেন গমন।
হরির মায়াতে হয়, অকালে যেন প্রলয়
অন্ধকারে ঘন বরিষণ॥
সুযোগ পাইয়া বসু, যান দ্রুত ল'য়ে শিশু,
উপনীত যমুনা পুলিনে।
তরঙ্গ হেরিয়ে তার, ভাবে কে করিবে পার,
নাই উপায় নিস্তারিণী বিনে॥
শিবা রূপা হ'য়ে শিবে, পার হেতু বসুদেবে,
দেন ত্বরা পথ দেখাইয়া।
গিয়ে বসু নন্দালয়ে, পুত্র রাখি কন্যা ল'য়ে
উপনীত মথুরাতে গিয়া॥
জানিয়া প্রহরী সব, দেখিল কন্যা প্রসব
ক'রেছে দেবকী কারাগারে।
কংসে দেয় সমাচার, ল'য়ে কন্যা দুরাচার
সমুদ্যত বধ করিবারে॥
শূন্যেতে নিক্ষেপ করে, অষ্টভূজা মূর্ত্তিধরে,
ক্রোধভরে যোগমায়া কন।
মোরে কি বধিবি আর, করিতে তোরে সংহার,
জন্মেছেন দেব নারায়ণ॥
যোগমায়া এত বলি, নিজস্থানে যান চলি
ভাবে কংস কি করি এখন।

হেথা জাগি যশোমতী, দেখে মোহন মূরতি,
হইয়াছে অপূর্ব্ব নন্দন॥
যশোদার অতুলানন্দ, নন্দ আদি উপানন্দ,
ব্রজবাসী গোপগোপিগণ।
যশোদার হ'ল পুত্র, এই কথা শ্রুতমাত্র,
দেখিবারে আসে সর্ব্বজন॥
গর্গ মুণি স্ব পত্নীরে, কন ভাসি প্রেম নীরে,
নন্দ সুত হইলেন হরি।
শুনে গর্গ পত্নী সতী, দেখিতে জগৎ পতি,
নন্দালয়ে যান ত্বরা করি॥
গিয়া সতী নন্দালয়, দেখেন আনন্দময়,
নাচিতেছে গোপ গোপিগণ।
হরি কে হেরি নয়নে, কন সতী মনে মনে
ধন্যা হ'লেম জুড়াল নয়ন॥

গীত।

কি আনন্দ নন্দ পুরে। জ্ঞান হয় আনন্দ পুর এ,
হেরিয়ে সচ্চিদানন্দ, ভয়ে নিরানন্দ গ্যাছে দূরে॥
যে ধনে ধনী সদানন্দ, সে ধন আজ পেয়েছে নন্দ,
ব্রজে গোলকের আনন্দ, আনন্দ দিতে দেবকী বসুরে॥
ভাব প্রেমরস জীবকুলে, হরি শিখাতে এলেন

গোকুলে, জীবের আর কি ভয় অকুলে,
ভাসবে শান্ত দাস্যাদি মধুরে ॥
রসিকের হৃদয়ালয় কবে হবে নন্দ গোপালয়,
কবে হবে নির্ভয়, হেরে বিনষ্ট পাপ-কংসাসুরে

ত্রিপদী।

ল'য়ে গোপ গোপী সব, করে নন্দ মহোৎসব,
বহু রত্ন ধন ধেনু দান।
হরি শক্তি রাধা ব্রজে, যে রূপে গোলক ত্যজে,
র'য়েছেন শুন সে আখ্যান ॥
চির ভক্ত আয়ানের, অভিলাষ পূরণের,
হরি সহ মিলনের আশে।
শ্রীদামের অভিশাপে, আসি স্বর্ণ কীট রূপে,
র'য়েছেন বৃকভানু বাসে ॥
ক্রমে বৃদ্ধি কলেবর, হয়ে কীট রূপান্তর,
প্রকৃতি রূপেতে পরিণত।
বৃকভানু পত্নী তারে, সতত নানা প্রকারে,
করে যত্ন দুহিতার মত ॥
হ'ল সর্ব্ব অবয়ব, লাবণ্য যৌবন সব,
নাহি কথা না মেলে নয়ন।
এই দুঃখে সেই সতী, সতত দুঃখিতা অতি
আজি দুঃখ হইল বিমোচন ॥

নন্দোৎসব দেখিবারে, কোলে ল'য়ে দুহিতারে,
যান সতী নন্দের ভবন।
কৃষ্ণ কোলে লব আশে, তনয়া কৃষ্ণের পাশে,
রাখিতে ঘটিল পরশন॥
পতি অঙ্গ পরশেতে, পূর্ণ রাধে হরষেতে,
দেখিলেন মেলিয়া নয়ন।
সম্মুখেতে প্রাণপতি, নিখিল জগত পতি,
র'য়েছেন করিয়া শয়ন॥
প্রণমি পদ কমলে, কৃষ্ণ দে কৃষ্ণ দে ব'লে,
কৃষ্ণ কোলে নিলেন শ্রীমতী।
রাধিকা মেলিলা নেত্র, তাহে বাক্য শ্রুত মাত্র,
হৈল সবে আনন্দিত অতি॥
এরূপে আনন্দ কত, হইতেছে নানামত,
দিবা নিশি নন্দের আলয়।
হেথা কংসের আদেশে, বৃদ্ধা রমণীর বেশে.
নন্দালয়ে পূতনা উদয়॥
কৃষ্ণ কোলে করি সুখে, বধিতে কৃষ্ণের মুখে,
বিষপূর্ণ স্তন করে দান।
স্তন পান ছলে হরি, স্তনেতে চোষক ধরি,
হরিলেন পূতনার প্রাণ॥
পূতনা বিনাশ করি, কিছুদিন পরে হরি,
করিলেন শকট ভঞ্জন।

হেরে গোপ গোপী চয়, বলে এ সামান্য নয়,
ও যশোদে তোমার নন্দন॥
মহানন্দে যায় দিন, বাড়ে পুত্র দিন দিন,
একদিন রাধা বিনোদিনী।
সব সখিগণ মেলি, যান করিবারে কেলি,
নন্দপুরে যথা নীলমণি॥
দেখে কন যশোমতী, বল বল ও শ্রীমতি,
হেথা এসেছ মা কি কারণে।
শুনিয়া রাধিকা বলে, বড় সাধ লব' কোলে,
মা তোমার জীবন নন্দনে॥

গীত।

মনহরা ফাঁদ তোর কালাচাঁদ, ইচ্ছা হয়
মন প্রাণ খুলে।
সযতনে নীলরতনে হৃদকমলে রাখি তুলে॥
পেলে কোলে নীলমণি, স্বর্গ সুখ তুচ্ছ গণি,
চায়না মন ধন রতন মণি, সকল জ্বালা
যায়গো ভুলে॥
মা তোর গোপাল দে মোর কোলে,
দোলাই বসে চতুর্দ্দোলে, নয় গিয়ে কদম্ব তলে
সাজাইগে কদম্ব ফুলে॥

রসিক বলে কিশোরী, এসো ব'স ল'য়ে হরি,
মম হৃদয় দোলা'পরি, নয়ন মন কদম্ব মূলে ॥

তুষিবারে কিশোরীকে, কোলে দেন শ্রীহরিকে,
তাহে রাধার অতুল আনন্দ।
কুণ্ডলিনী আত্মা সনে, মিলিল আজ বৃন্দাবনে,
শ্রীরাধার কোলে শ্রীগোবিন্দ ॥
এরূপে গোপাল লয়ে, নিত্য রাধা নন্দালয়ে,
আমোদ করেন অহঃরহ।
ভক্ত বাঞ্ছা পূরাবার, জন্য হ'ল শ্রীরাধার,
আয়ানের সহিত বিবাহ ॥
হেথা বসুদেবাদেশে, আসি গর্গ নন্দাবাসে,
শুভ ক [illegible] এক গোপা[illegible]
যশোদা নন্দন আর, [illegible] ণ কুমার,
উভয়ের কৈল নামকরণ ॥
রোহিণী সুতের নাম, রাখিলেন বলরাম,
নন্দ নন্দনের নাম কৃষ্ণ।
শুভ কার্য্য করি শেষ, পূজি রাম হৃষিকেশ,
স্বস্থানেতে যান মুনি শ্রেষ্ঠ ॥
ব্রজপুরে দুই ভাই, বাড়ে শশীকলা প্রায়,
শিখিলেন হামাগুড়ি দিতে ॥

কন আধ আধ স্বর, শুনিয়া সুখ সাগর,
উথলিল গোপ গোপী চিতে॥
একদিন যশোদায়; আসি সব গোপীকায়,
বলে মা গোপাল দে এখন।
যাই মোরা খেলিবারে, শুনে রাণী সবাকারে,
বলে আর দিব না নন্দন॥
কংস ভয়ে প্রাণধ'রে, গোপাল তোদের করে
কখন কি দিতে আমি পারি?
শুনে সব কুলবতী, হইয়া দুঃখিত অতি,
যায় ফিরে, বলিলেন প্যারী।
ভকতের ভগবান, অভক্তের অপমান,
যদি আমাদের ভক্তি থাকে।
এখনি পাইব তারে, আজি যমুনার ধারে,
কাঁদাইব যে[illegible] ॥
এত বলি গোপিকুলে, [illegible]য়ে যমুনার কুলে,
ভক্তিযোগে ভাবে নন্দলাল।
ভক্ত দুঃখ হরিবারে, গোপিগণে তুষিবারে,
দেখা আসি দিলেন গোপাল॥
হেথা গোপালে রাখিয়ে, জল আনিবারে গিয়ে,
দেখে রাণী যমুনার ধারে।
গোপাল গোপিনী কোলে, সক্রোধে যশোদা বলে,
গোপাল আনিলি কি প্রকারে॥

শুনে গোপিগণ কয়, এতোর গোপাল নয়,
শুনে রাণী দৌড়ে যায় দ্রুত।
গিয়া দেখেন ভবনে, আপন প্রাণ নন্দনে,
ভাবে রাণী এ অতি অদ্ভুত॥
সমাগত সন্ধ্যাকাল, হেরি রাণী প্রাণ গোপাল,
ল'য়ে জল আনিবারে যায়।
হেথায় ছলনা করি, প্রতি গোপী কোলে হরি,
হন গোপাল জ্ঞান দিতে মায়॥
ঘাটে গিয়ে যশোমতী, দেখেন আশ্চর্য্য অতি,
প্রতি গোপী কোলেতে গোপাল।
যশোদার প্রাণ গোপাল, দেখে গোপিনীর গোপাল,
খেলিবারে আইল সকলে।
করিতে করিতে কেলি, সকল গোপাল মিলি,
হৈল এক গোপাল সে স্থলে॥
যশোদা দেখিয়া তাই, গোপাল লইতে যায়;
দিব না বলিয়া গোপিগণ।
আসিয়া ধরে গোপালে, কাঁদিয়া যশোদা বলে,
দেমা ছেড়ে মোর প্রাণধন॥

গীত।

গোপাল ছেড়েদেমা গোপিনীগণ।
মা বল্‌তে আমার, কেহ নাহি আর, গোপাল
দুখিনীর জীবনের জীবন॥

বহু করিয়ে সাধন, এ নীলরতন মা, পেয়েছি কোলে গোপাল যখন চাবি তোরা পাবি তখন, (শুন শুন মা গোপিনীগণ) গোপাল আর দিবনা ব'লবনা কখন (আমি দর্প করে)॥

গোপাল ভাবিতাম আমার, কত অহঙ্কার মা করিতাম মনে, একা নয় মা আমার, আমার নীলরতন গোপাল, আমার যেমন তোদের তেমন (আজ জানিলাম মা)।

গোপাল ছলিতে আমারে, আজ মায়া করে মা করিল এমন গোপাল আমার ছিল, তোদের হ'ল এখন, (শুন শুন মা গোপিনীগণ) দে রসিকে রসিকে তোরা মোর কৃষ্ণধন (আর কাঁদাসনে মা)॥

পয়ার।

গোপিগণে করি তুষ্ট যশোদা তখন।
এলেন ভবনে ল'য়ে জীবন নন্দন॥
প্রকৃত ভক্ত কে মম এই বৃন্দাবনে।
পরীক্ষা করিতে হরি ভাবিলেন মনে॥
আজ হ'তে দুষ্ট ভাব করিয়া ধারণ।
দিনে দিনে গোপগণে করি জ্বালাতন॥

ভক্ত যে হইবে, ত্যক্ত কভু না হইবে।
সতত আসিয়া মম স্মরণ লইবে॥
তাহারে করিব মুক্ত দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
করিব সুখেতে বাল্যলীলা সমাধান॥
এতভাবি সেই দিন হইতে শ্রীহরি।
কখনো করেন কারো ননী সর চুরি॥
কভু কারো দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পলান।
কারো বৎস খুলে গাভী দুগ্ধকে পিয়ান॥
এই সব ধূর্ত্তপনা যশোদা জানিয়ে।
কৌশলে কৃষ্ণকে সদা রাখে আটকিয়ে॥
একদিন কৃষ্ণে ক্ষীর ননী খেতে দিয়ে।
যশোদা হলেন রত গৃহকার্য্যে গিয়ে॥
তখন শ্রীহরি মাকে দিতে ব্রহ্মজ্ঞান।
ননী ত্যজিয়া দূরে মাটী তুলে খান॥
যশোদা দেখিয়া কন এ কিরে গোপাল।
ননী ত্যজি মাটী কেন খাও নন্দলাল?
কৃষ্ণ কন করিনাই মৃত্তিকা ভক্ষণ।
দেখান মায়েরে করি বদন ব্যাদান॥
স্থির দৃষ্টে যশোমতী দরশন করে।
রহিয়াছে এ ব্রহ্মাণ্ড বদন ভিতরে॥
উঠে চমকিয়া রাণী পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
নিশ্চয় জানিল মম পুত্র ভগবান॥

আত্ম সমর্পণ করি কল্লেন স্তবন।
মায়াতে সে ভাব হরি করেন হরণ॥
হরির মায়াতে রাণী ব্রহ্মভাব ভুলে।
পুত্রভাবে কোলে কৃষ্ণ লইলেন তুলে॥
হেন কালে আসি নন্দ নিজ পুরদ্বারে।
রাম কৃষ্ণ দুই পুত্রে ডাকে বারে বারে॥
পিতার আহ্বান শুনি শ্রীমধুসূদন।
অগ্রজের সহ দ্বারে করেন গমন॥
দুই পুত্র দেখি নন্দ সানন্দে কহিল।
শিখাব জাতীয় বিদ্যা আজি গোষ্ঠে চল॥
দুগ্ধভাণ্ড আর এই পাদুকা আমার।
দুই ভেয়ে লহ যাহা ইচ্ছা হয় যার॥
শুনে বলরাম দুগ্ধ ভাণ্ড লইল হাতে।
শ্রীকৃষ্ণ তুলিয়া বাধা লইলেন মাথে॥
ভক্তের কারণে আজি ভবারাধ্য হরি।
চলিলেন গোষ্ঠে নিজ মাথে বাধা করি॥
হেরে তাহা উপানন্দ ভক্ত চূড়ামণি।
প্রেমে গদ গদ কৃষ্ণে ডাকেন অমনি॥

গীত পদাবলী।

ভকত বৎসল তুমি জানে সর্ব্বজন হে,
তোমা বিনে কেবা বাধা বহন করিবে হে॥
(বাধা কেবা লবেহে, ভক্তের বিপদ বাধা,

তব চির ভক্ত নন্দের বাধা)
ভক্তের বিপদ বাধা বহন করিতে হে,
যুগে যুগে কত লীলা কৈলে অবনিতে হে ॥
(এত নূতন নয় হে, চিরদিন এই স্বভাব তব,
হরি কত দুখ পেয়েছ তুমি)

নরসিংহ রূপ ধরি, প্রহ্লাদের বাধাহরি, সত্য
যুগেতে তুমি করিলে বহন।
(তাকি মনে আছে হে, প্রহ্লাদের কথা)

ধরিয়ে বামন রূপ, ছল করি নানা রূপ, দনুজ বলির
বাধা বইলে নারায়ণ ॥
(দ্বারে দ্বারী হ'য়ে হে, ভক্তের দায়ে)

ত্রেতায় রাম অবতারে, দেবের বাধা হরিবারে,
সাগর বাঁধিয়া তুমি বধিলে রাবণে।
কত দুখ পেয়েছ, বনে বনে, নন্দের বাধা বৈতে
হরি গোলোক ধাম পরিহরি হ'য়েছ হে, বৃন্দাবনে
নন্দের নন্দন ॥
(শুধু ভক্তের দায় হে, ব্রজে এলে) ॥

ত্রিপদি।

বাধা মস্তকেতে করি, মোহন মূরলী ধরি,
আনন্দে নাচেন গুণধাম।
অগ্রে গোপপতি নন্দ, পিছে পিছে উপানন্দ,
মধ্যে যান কৃষ্ণ আর রাম॥
গিয়ে গোষ্ঠ ক্ষেত্রোপরি, নাচিতে নাচিতে হরি,
মধুস্বরে বাজান বাঁশরী।
যেখানে ছিল যে ধেণু, শুনি সুমধুর বেণু,
দৌড়ে দেখিতে শ্রীহরি॥
হেরে সবে কহে বাক্য, যেই ধেণু নব লক্ষ
সারাদিনে করি এক ঠাঁই।
বারেক বাজায়ে বেণু, মুহূর্ত্তে সে সব ধেণু
এক স্থানে আনিল কানাই॥
জনম জনমান্তর, সাধনা করি বিস্তর,
পেয়েছেরে নন্দ এ নন্দন।
তখন কৃষ্ণকে আসি, কন নন্দ হাসি হাসি,
কর বৎস গোবৎস ধারণ॥
করিব গাভী দোহন সুখে কর দরশন,
শুনে বৎস ধরিলেন হরি!
সুখে নন্দ ধবলিরে, দোহন করেন ধীরে,
দুগ্ধে গেল শত ভাণ্ড ভরি॥

হেরিয়ে নন্দ আনন্দে, ডাকে যত গোপ বৃন্দে,
দেখে যা মোর রাম কৃষ্ণের পয়।
আজি এ অপূর্ব্ব কাণ্ড, এক গাভি শত ভাণ্ড,
দুগ্ধ দিল তবু না ফুরায়॥
দেখে বলে গোপ চয়, নন্দ নন্দনের জয়,
জয় জয় নন্দ গোপ-পতি।
আজি এ প্রথম গোষ্ঠ, ভাবি নন্দ রাম কৃষ্ণ,
গৃহে পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥
ডাকিয়া রাখালগণে, বলে নন্দ জনে জনে,
গোষ্ঠে তোরা আসিবার কালে।
দাঁড়াইয়ে পূর্ব্ব দ্বারে, ডাকি যতনে কুমারে,
সঙ্গে লয়ে আসিল গোপালে।
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে, চতুর্দিকে গেল সবে,
হেথা রাণী কৃষ্ণ পেয়ে কোলে।
শুনিয়া গোষ্ঠের তত্ত্ব, প্রেমানন্দে হয়ে মত্ত,
করে স্তব পুত্রভাব ভুলে।
সে ভাব ভুলাতে হরি, মাতৃ কোল পরিহরি,
দুগ্ধ ভাণ্ড ফেলেন ভাঙ্গিয়া।
যশোদা দেখিয়া তায়, বলে কি করিলি হায়!
কন পুত্রে চক্ষু রাঙ্গাইয়া।
বাঁধিয়া রাখিব তোরে, দেখিব কে রক্ষা করে,
ব'লে ধায় কৃষ্ণ ধরিবারে।

কিছুতে না দেন ধরা, ভক্তিতে হ'লে কাতরা,
পরে হরি ধরা দেন মারে।
মন্থন দণ্ডের পাশে, লয়ে ত্বরা পীত বাসে,
বাঁধি রাণী রাখে উদুখলে।
হেথা গোষ্ঠে উপানন্দ, না হেরে প্রাণ গোবিন্দ,
কৃষ্ণ দেখিবারে দ্রুত চলে॥

(ভাব গাইতে গাইতে উপানন্দের প্রবেশ।)

গীত।

ভবে বশত করা বিষম দায়।
আগ পাছ ভেবে কার্য্য করে তারত বিপদ নাই॥

আবার ভয় কিরে তার, মন আছে যার
বাঁধা হরির পায়, রিপুর বসে যে জন রসে
তারত নিরুপায়॥

এসে এই ভবের হাটে যে কুবাটে সদা হাটে ভাই,
আপন দোষে দশার শেষে নরক দেখতে পায়।

তোরে তাই বলি মন নীলরতন ভজরে সদাই,
হ'লে প্রেমিক তবেই রসিক হবে সদুপায়॥

(কৃষ্ণের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিস্ময়ে)

একি! যাহার ইচ্ছায় হয়, সৃজন পালন লয়,
ক'রে জীবে যার নাম, পায় সুখ মোক্ষধাম,
সঁপিলে মন যার পায়, ভববন্ধন ঘুচে যায়,
পাপ তাপ পালায় দূরে, সেই বাঁধা আজ নন্দ পুরে,
বাধা রয় ও কিসের তরে, দেখ দেখি মন বিচার করে,
মরি কি পুণ্যবতী, ধন্য রাণী যাশোমতী,
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফলে, বাঁধলে হরি উদুখলে,
জেনেছি যশোদা ওরে, বাঁধিয়াছে ভক্তি ডোরে,
বারেক ভেবে দেখ দেখি মন,
ভক্তি ডোরের বাঁধন কেমন॥

গীত।

ও মন ভক্তি ডোরে না বাঁধলে কি কৃষ্ণ বাঁধা রয়।
সে যে ভক্তির অধিন রে, নাম ভক্তাধিন,
পতিত পাবন দিন দয়াময়॥ (অনাথের নাথ)
ভক্তিডোরে প্রহ্লাদ ধ্রুব শুক,
বেঁধে কৃষ্ণধনে হৃষ্ট মনে পায় অনন্ত সুখ,
আর বেঁধেছে নারদ ঋষি রে, দিবা নিশি কৃষ্ণ
প্রেমের নাহি ক্ষয়। (বেঁধেছে তায়)
আর বেঁধেছে সনক সনাতন, সদা নয়ন মুদে
দেখচে হৃদে ব্রহ্ম সনাতন, আর বেঁধেছে সদা-

শিব রে, নাহি অশিব মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥
(বেঁধে তারে)

আর বেঁধেছে দৈত্যরাজ বলি,
হয়ে তার দ্বারে দ্বারি আছেন হরি জানে সকলি,
আর বাঁধে যশোমতী নন্দ রে, তাই গোবিন্দ
নন্দের বাধা মাথায় বয়॥ (না বাঁধলে কি)

কর্ম্ম দোষে হারিয়ে ভক্তি ডোর, ভবে রসিক ভাবে
নিশি দিবে হেরে বিপদ ঘোর, তারে বাঁধবে
কিসে রে, পায় না দিশে যা করেন সেই
কৃপাময়॥ (নিজগুনে)

প্রস্থান।

নিরখি নীল রতনে, প্রেম পুলকিত মনে;
উপানন্দ গোষ্ঠে যান পুন।
উদুখল সহ হরি, খেলার ছলনা করি,
যান যথা জামাল অর্জ্জুন॥
অহঙ্কার মহা পাপে, নারদ ঋষির শাপে,
কুবেরের যুগল নন্দন।
অর্জ্জুন বৃক্ষ আকারে, ছিল নন্দ পুরদ্বারে,
আজি শাপ হৈল বিমোচন॥

উদুখলাঘাত লাগি, পড়ে দুই বৃক্ষ ভাঙ্গি,
মহাশব্দে কাঁপে বৃন্দাবন।
দোঁহে যক্ষ রূপ ধ'রে, শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে,
স্ব স্থানেতে করিল গমন॥
হেরি গোপ গোপিগণ বিস্ময়ে হয়ে মগন,
বলে কৃষ্ণ নহেত মানব।
তখন যশোদা আসি, বন্ধন খুলিয়া হাসি,
কোলে তুলে নিলেন মাধব॥
ভবনে গেলেন রাণী, আইল সুখ যামিনী
নিশা ভোরে হেরি উষাকাল।
ব্রজের রাখালগণ, ডাকে আসি সর্ব্ব জন,
গোঠে যায় আয়রে (ভাই) গোপাল॥

(গান করিতে করিতে রাখালগণের প্রবেশ)

গোঠে যাই আয়রে ভাই গোপাল।
হ'ল বেলা গেল উষাকাল।
ঐ শুন পাখিগণে, মত্ত গানে দিতেছে তান
দহিয়াল॥

মরি কি মনো লোভা, ভাইরে স্বভাবের শোভা
হেরে যুড়াল মন তরুণ তপন, দিচ্ছে কি আভা
যেন তরু শিরে জলছে হিরে, মণ্ডিত তায় স্বর্ণজাল॥

ভাইরে ভ্রমর গুঞ্জন, মরি কি মনোরঞ্জন,
ভ্রমর হেলে দুলে ফুলে ফুলে দিচ্ছে আলিঙ্গন।
মৃদুল হিল্লোলে মলয়ানিলে দুলাচ্ছে তরু তমাল ॥

লয়ে ধেনু বৎসগণ, ডাকছি দেরে দরশন,
কেন মায়ের কোলে রইলি ভুলে আয়রে নীলরতন,
হয়ে রসিক হৃদি গোষ্ঠে উদয় পুরাও ইষ্ট নন্দলাল

(বলাইয়ের প্রবেশ তদ্দর্শনে)

বশু। আয় আয় বলাই দাদা বেলা হ'ল ভাই,
বলি তুই এলি কৈ গোঠে যাবেনা কানাই ?

বল। যাবে মা যশোদে তারে দিচ্ছে সাজাইয়ে,
আসিছে ঐ নেচে নেচে বেণু বাজাইয়ে।

(বালকভাবে নৃত্য করিতে করিতে
কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। বৈতালিক গীত।
এই আমি এসেছি দাঁড়া দাঁড়া রে শ্রীদাম,
দাঁড়া দাঁড়া শুদাম, দাঁড়া দাঁড়া বশুদাম,
দাঁড়া দাঁড়ারে ভাই দাম।

শ্রীদা। আয়রে কানাই দাঁড়াইয়ে আছিরে সবাই।
নেচে এসে কাঁধে ওঠ গোঠে লয়ে যাই ॥

কৃষ্ণ। কেন কাঁধে চড়ে যাব ধেনু চরাইতে।

বশু। না চড়িলে পারিবে কি বাঁশি বাজাইতে?

কৃষ্ণ। হেঁটে যাব পথের মাঝে বাজাবনা বেণু।

শুবো। না বাজালে এদিক ওদিক চলে যাবে ধেনু॥

কৃষ্ণ। মা, মানা ক'রেছে কাঁধে চ'ড়ে যেতে গোঠে।

সুদা। হেটে যেতে দিবনা পায় যদি কাঁটা ফুটে।

দাম। তোর ও রাঙ্গা টুকটুকে পায় লাগিলে আঘাত,
আমাদের বুকে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥

কৃষ্ণ। তবে কি করিব আমি ঘরে ফিরে যাই।

দাম। তা হবেনা কোলে কোরে লও দাদা বলাই॥

বল। আজি বড় তুষ্ট মোরে কোরলি তোরা ভাই।
আজ ব'লে নয় চির কালই কোলে মোর কানাই॥

(বলরাম কৃষ্ণকে কোলে করিয়া কিয়দ্দূর
গমন করিলে শ্রীদাম বলরামের প্রতি)

শ্রীদাম। অতি সুশীতল ছায়া যমুনার কুলে।
ভাই কানাইকে রাখ এই কদম্বের মুলে॥

বল। (কোল হইতে কৃষ্ণকে নামাইয়া)
কেমন কানাই তুই বাজা হেথা বেণু।
সবাকার সনে আমি চরাইগে ধেণু॥

কৃষ্ণ। কেন আমি যাব নাকি তোমাদের সনে।

সকলে। যেও বেলা প'লে বায়ু জুড়াবে যখন॥

(বলরাম ও রাখালগণের প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। ধেণু ল'য়ে গেল সবে মোরে পরিহরি।
মন সাধে রাধা ব'লে, বাজাই বাঁশরী॥
(কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া
বংশীবাদন।)
ঐক্যতান বাদ্য।

(গোপিগণের প্রবেশ কৃষ্ণকে
দর্শন করিয়া।)

রাধিকা। একি হেরি আজি যমুনার কুলে।
নবীন নীরদ কদম্বের মূলে॥
বিধুমুখে কিবা মধুর হাসিছে।
জ্ঞান হয় যেন চপলা খেলিছে॥

বাঁশরী স্বরে গভীর গরজে।
রাখিয়া ও মেঘে হৃদয় সরোজে,
না করিলে ওর কৃপা বারি পান,
ধরে কি ধৈরজ চাতকির প্রাণ॥

বিশখা। নাহি জানি কত চাঁদ নিঙ্গড়িয়ে,
গ'ড়েছে বিধাতা বিরলে বসিয়ে,
ভূবন মোহনে ভূবন মোহিতে,
পাঠায়েছে কালা চাঁদে এ মহীতে,
না করিলে পান ওর কৃপা সুধা,
মিটে কি কখন চাতকির ক্ষুধা॥

ললিতা। রূপের ভাণ্ডারী কদম্বের তলে,
আসি রূপ-ফাঁদে প'ড়েছে কৌশলে,
তাহে কি কুহকি মোহন বাঁশরী
শুনিলে কে যাবে ও ফাঁদ পাশরি,
আঁখি পাখী তায় প'ড়েছে ও ফাঁদে
ফিরায়ে আনিতে নারি প্রাণ কাঁদে॥

বৃন্দে। কি ফল বিফল বিলাপ করিলে,
যাবে মন দুখ ও পদ স্মরিলে,
মোরা কুলবতী গোপনারী সবে,
এরূপে দাঁড়ালে কলঙ্ক যে হবে,

চলো বারি ল'য়ে সবে ঘরে যাই,
ভজিব গোপনে নন্দের কানাই ॥

রাধিকা। গেল লাজ ভয়, গেল জাতিকুল,
হইল জীবন হৃদয় আকুল,
বল বল মোরে বল সহচরি,
চলে না চরণ উপায় কি করি ॥

গীত।

কুল কামিনীর কুল গেল সৈ যমুনার কুলে।
চলেনা চরণ হেরে কালারে কদম্ব মূলে ॥

হেরিতে ও রূপরাশি, সদা মনে ভাল বাসি,
বাঁশী শুনে মন উদাসী হব দাসী বিনামূলে।

বামে হেলে শিখি পাখা, কিবা সু ত্রিভঙ্গি বাঁকা,
তাহে রূপ ভক্তি মাখা, সাধ সাজাই বনফুলে ॥

সঁপলে মন ঐ অভয় পদে, সুখী হবে পদে পদে '
সঁপ রসিক মন ঐ পদে যদি তরবি অকুলে ॥

—বিরিঞ্চি সতত বাঞ্ছে ওচরণ, ভবারাধ্য ধন
ও নীলরতন ত্রিলোক শরণ লয় যে চরণে
কি ভয় বলনা সে পদ স্মরণে।

ঐ দেখ শুন মধুর বাঁশরী,
যমুনা উজান বহে সহচরী ॥

বৃন্দে। ও পদ সেবিতে যদি সাধ থাকে,
তবে সবে মিলি চলো বিনোদিনী,
সকাতরে ডাকি কাত্যায়নী মাকে,
তিনি আদ্যা বিষ্ণু-ভক্তি প্রদায়িনী,
শক্তি না সাধিলে ভক্তি কেবা দিবে,
ভক্ত হ'তে হ'লে শাক্ত হ'তে হয়,
যদি বর দেন দয়াময়ী শিবে·
পাবি পতিভাবে নন্দের তনয়।

রাধিকা। তবে সবে মিলি চল অবিলম্বে,
ডাকিব মায়েরে মন প্রাণ খুলে,
গোপিগণে দয়া করি জগদম্বে,
দেন যদি কুল এ ঘোর অকুলে ॥

(কিঞ্চিৎ গমনান্তর সকলে করযোড়ে
ঊর্দ্ধদৃষ্টে সুরের সহিত স্তব।)

করুণা কর মা দেবী কাত্যায়নী।
আর কে তারিবে কাতরে জননি ॥
শরণাগত পালিনী ত্বংহি শিবে।
শরণাগতে আর কি দুঃখ দিবে ॥
দীন দুঃখহরা মিনতি চরণে।
দিয়ে কৃষ্ণধনে তোষ গোপিগণে ॥

হোয়না নিদয়া কাতরা গোপিনী।
করুণা কর মা দেবী কাত্যায়নী॥

গীত।

দুখ ভঞ্জিনী, সুর রঞ্জিনী, রিপু গঞ্জিনী ভব গেহিনী
কোথায় সয়ম্ভু সঙ্গিনী, সমর রঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী,
সিংহ বাহিনী॥ (মা)
ওমা অধম তারিণী, মোহান্ত কারিণী, সন্তাপ
হারিনী শিবে, (কৃপা করমা করমা, ও মা কৃপাময়ি)
(ও মা শরণাগত পালিকে) ত্বরা তার গোপী কুলে'
এ ঘোর অকুলে বিতরি শ্রীপদতরণী॥
ও মা নগেন্দ্র নন্দিনী, ত্রিলোক বন্দিনী, অসুর
মর্দ্দনী দুর্গে, বারেক হেরমা হেরমা, করুণা-
নয়নে, (হর দুর্গতি দুর্গতি হরা)
গোপিগণে পদছায়া, দেমা হরজায়া, কাত্যায়নী
কাল বারিনী॥
ওমা শারদে, বরদে, সুখদে শুভদে জ্ঞানদে অন্নদে
মায়া (সাধ পুরে কৈ পুরে কৈ, তব দয়া বিনা,
প্রাণনাথ মনমোহন বিনা)

তোষ গোপিনীর মন, দিয়ে কৃষ্ণধন বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী ॥

ওমা চৈতন্য রূপিনী, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা (কলঙ্ক হবেমা হবেমা, দয়াময়ী নামে, ব্রজগোপিনীর সাধ না পুরালে)

ভবে গোপিনীর মত, রসিক অবিরত, কাঁদিছে দিবস রজনী ॥

(নেপথ্যে দৈববাণী)

কাত্যা। দিম্বুবর মন দুখ ত্যাজ গোপিগণ।
হবে মন সাধ পূর্ণ পাবে কৃষ্ণধন ॥

বৃন্দে। ঐ শুন ঐ শুন দৈববাণী ছলে,
দিলেন অভয় আমা সবে কাত্যায়নী,
পাব কৃষ্ণধন সবে চল কুতূহলে,
কি ফল বিলম্বে আর চলো বিনোদিনী

রাধিকা। চল যাই সবে কবে পাব কৃষ্ণধন,
কবে সে সুদিন হবে জুড়াব জীবন ॥

বৃন্দে। থাক আশা-পথ চেয়ে জুড়াইতে প্রাণ।
করিবেন কাত্যায়নী ত্বরা সুবিধান ॥

(গোপিগণের প্রস্থান।)

(রাখালগণের প্রবেশ ॥)

শ্রীদাম। খাওরে কানাই,
খাও বনফল।

কৃষ্ণ। কোথা পেলে ভাই,
এ ফল সকল।

শ্রীদাম। তুই খাবি ব'লে,
খুঁজে বনে বনে,
বন ফল তুলে,
এনেছি যতনে,
খেতে গিয়ে যেটা,
মুখে মিষ্ট লাগে,
তোর লাগি সেটা,
তুলে রাখি আগে।

কৃষ্ণ। কেন নাহি খেয়ে,
রাখ মোর তরে?

শ্রীদাম। মিষ্ট স্বাদ পেয়ে
মনে পড়ে তোরে।
আর মন প্রাণ,
খেতে নাহি চায়,
তাই তোর তরে,
এনেছি কানাই।
খাও বন ফল,

খাওরে কানাই,
হেরিয়ে আকুল
জীবন যুড়াই ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) অপূর্ব্ব ভকতি,
আমাগত প্রাণ,
তায় এঁঠোফল,
করে মোরে দান,
মিষ্ট ইহা চেয়ে
আর কিছু নাই।

[প্রকাশ্যে] কোথা বন ফল
দাও তবে খাই ॥

[সকলে] পূরিল বাসনা,
লও বন ফল।

বলরাম। কোলে খেতে খেতে
ঘরে যাই চল ॥

(কৃষ্ণকে কোলে করিয়া রাখালগণের প্রস্থান)।

ত্রিপদী।

এইরূপে হরি থাকি নন্দালয়ে,
লীলা করে কত মত।
গোষ্ঠ লীলা ছলে বনে বনে ভ্রমি,
বধে দৈত্য শত শত ॥

কংসের প্রেরিত ধেনুক প্রলম্বা,
অঘ বক বৃষাসুরে।
পেয়ে বৃন্দাবনে একে একে হরি,
পাঠালেন যমপুরে॥
একদিন বিধি ভাবিলেন মনে,
আমার সৃজিত যত।
ব্রজ বালকাদি, ল'য়ে হরি ব্রজে;
খেলিছেন অবিরত॥
গোবৎস বালক আজি সব আমি;
হরিব গোঠের বেলা।
দেখিব শ্রীহরি আর কার সনে
করিবেন ব্রজে খেলা॥
এত ভাবি বিধি গোবৎস বালক,
হরিলেন আসি দ্রুত।
জানি অন্তর্যামী করিলেন চূর্ণ
বিরিঞ্চির দর্প যত॥
নিজ কায়া হ'তে গোবৎস বালক,
সৃজি খেলা করে বনে।
হেরিয়া বিধাতা করে নানা স্তব;
প্রণাম করি চরণে॥
গোবৎসাদি সব সঁপি হরি পদে,
হইলেন অন্তর্দ্ধান।

পরদিন গোঠে এলেন দেবর্ষি,
দেখিবারে ভগবান ॥
শ্রীহরি চরণে করি স্তব স্তুতি,
ল'য়ে মুক্তি ভিক্ষা দান।
চলেন আশ্রমে মধুর ঝঙ্কারে,
বীণায় তুলিয়া তান ॥
মাতি প্রেমানন্দে ভক্ত চূড়ামণি
কহিছেন নিজ মনে।
কি কররে মন বল হরে কৃষ্ণ
বসি নিত্য বৃন্দাবনে ॥

—:*:—

গীত।

ও মন বলরে হরে কৃষ্ণ হরিবোল।
পাবি অভয় অবোধ মন পাগল ॥
(ভয় রবে না রবে না, হরে কৃষ্ণ বল,
(মনরে) ভব ভয় যাবে) ॥
এই বৃন্দাবনে দেখতে নিত্যধন, (ও মন)
কত বার আর আসবি ভবে করবি পর্য্যটন,
তোর যাতায়াত হইবে নিবারণ,
দেখরে সে বৃন্দাবন, (যে বনে যোগীর বাসনা

যথা হয় নিত্য রাস আর নিত্য দোল।
(বারেক দেখরে দেখরে জ্ঞান চক্ষু মেলে,
(মনরে) সেই নিত্য ধামে)॥
আছে দেহের মাঝে গুপ্ত বৃন্দাবন,
কুলকুণ্ডলিনী রাধা তাহে পরমাত্মা কৃষ্ণধন,
যে জন ক'রেছে এই যুগল মিলন,
তার কি অভাব আছে, (সেই ভাবের ভাবুক)
সাঙ্গ হ'য়েছে তার ভবের গোল।
(সেত পেয়েছে পেয়েছে, পূর্ণ প্রেমানন্দ,
(মনরে) সেইত জীবন মুক্ত)॥
ভক্তি শ্রদ্ধা শান্তি সাধনা,
সুমতি নিবৃত্তি আদি সব গোপাঙ্গনা,
দেহের দশেন্দ্রিয় রাখাল দশ জনা,
যোগবল বলরাম, (দেহবৃন্দাবনে)
ধেনুগণ জীবের মন সকল। সদা চররে চররে,
হৃদি মুক্তি গোঠে, (মনরে) যেওনা কুপথে)॥
স্নেহ যশোমতী জ্ঞান আনন্দ নন্দ,
অজ্ঞান আয়ান প্রবৃত্তি কুটীলে মন্দ,
কামাদি কংসচরে ঘটায় বিবন্ধ,
রসিক দেখ লীলারে, (অজ্ঞানান্ধ হ'য়ে)

হ'লি পশু রেখে গণ্ডগোল গতি হবে কি,
হবে কি,
বারেক ভাবলি নারে (হায়রে
মায়ামোহ ভুলে) ॥

ত্রিপদী।

এইরূপে গোষ্ঠে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণে,
পূজে দেব দেবিগণে।
বরুণ পবন ইন্দ্রাদি শমন,
চড়ি সবে স্ববাহনে॥
হেথায় কৈলাসে শঙ্করের পাশে,
বসিয়া শঙ্কর-প্রিয়ে।
অতি সযতনে কন পঞ্চাননে,
মনসাধ প্রকাশিয়ে॥
নাথ বাঞ্ছা মনে যাব বৃন্দাবনে,
দেখিবারে নিত্যধন।
গোষ্ঠ-বেশ তাঁর দেখে একবার,
যুড়াব নয়ন মন॥
শুনে পঞ্চানন কহেন বচন,
যেও প্রিয়ে তুমি পরে।
হ'য়ে অগ্রগামী দেখে আসি আমি,
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপরে॥

জানে চরাচর অভেদ হরিহর,
সদা মন ভাবে যাঁরে।
যুড়াব জীবন এ নয়ন মন,
নিরখিয়ে আজি তাঁরে॥
মাতি প্রেমানন্দে দেখিতে গোবিন্দে,
নন্দী ভৃঙ্গী ল'য়ে সনে।
চড়ি বৃষোপর দ্রুতগতি হর,
চলিলেন বৃন্দাবনে॥
গিয়ে বৃন্দাবনে দেখেন নয়নে,
গোষ্ঠ ভূমে হৃষিকেশ।
রাখালের সনে মত্ত গোচারণে,
পরিধান গোষ্ঠ বেশ॥
দূর হ'তে লক্ষ করি বিরূপাক্ষ,
নামি ত্বরা ধরাতলে।
সুমধুর তানে হরি নাম গানে,
নাচিতে নাচিতে চলে॥

গীত।

জগন্নাথ জগবন্ধু জগদীশ জগজ্জীবন।
জয় যজ্ঞেশ্বর যাতনাহর জনার্দ্দন জনপালন
ভব ভয় হারী ভবারাধ্য ভগবান ভবতারণ ;

ভবার্ণব ভেলক ভক্তিপ্রিয় ভুবন ভাবন।
পরমেশ পশুপতি প্রিয় প্রাণপতি পতিতপাবন॥
পাপাপ হারক পরব্রহ্ম পরম কারণ,
মুরলীধর মুরহর মাধব মধুসূদন,
মরণান্তক মুকুন্দ মায়াময় মদনমোহন ॥
বৃন্দাবন চন্দ্র বিশ্বপতি বৈকুণ্ঠ বামন,
বিনোদ বিহারী বনচারী বিপদ বারণ,
রসরাজ রাসবিহারী রমানাথ রাধিকারমণ,
হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরি রসিক হৃদি রঞ্জন ॥

সংকীর্ত্তন সাঙ্গ করি শঙ্কর তখন,
প্রেমানন্দে হরিসহ করি আলিঙ্গন ॥
করযোড়ে পশুপতি কহেন শ্রীহরি প্রতি,
ত্বংহি অগতির গতি পতিতপাবন।
অনাদির আদি সর্ব্বকারণ কারণ ॥
যুড়াল নয়ন মন তব দরশনে,
করিলে কৃতার্থ কৃপা করি আলিঙ্গনে,
শুনিয়া শঙ্কর বাক্য কহিলেন কমলাক্ষ,
শ্রেষ্ঠ মোরে বিরূপাক্ষ কর কি কারণে,
হরিহর অভেদাত্মা জানে সর্ব্বজনে ॥

বহুকাল পরে পেয়ে তোমার দর্শন,
হ'য়েছে অতুলানন্দ সুস্থ প্রাণ মন ॥
শুনিয়া কহেন হর কি কহিলে পীতাম্বর,
গুরু হ'তে গুরুতর তুমি নারায়ণ।
ভবারাধ্য হরি তা না জানে কোনজন ॥
তব নাম সুধা পিয়ে মৃত্যু জয় করি,
শিবের সম্বল তুমি একমাত্র হরি।
শুনে কন নারায়ণ একি ভুল পঞ্চানন,
মোরে গুরু কি কারণ বল ত্রিপুরারী।
তুমিই আমার গুরু কৈলাস বিহারী ॥
তাই তুমি স্বভক্তের বাড়াইতে মান।
নিয়ত সর্ব্বত্রে কর মম গুন গান ॥
শুনিয়া কহেন ভব একি শুনি অসম্ভব,
ছলনা ত্যজি মাধব কর কৃপাদান।
আমি তব চির ভক্ত দেখাই প্রমাণ ॥
তব পদ পাব ব'লে ত্যজিয়া কৈলাস।
অঙ্গে ভস্ম মাখি করি শ্মশানেতে বাস ॥
তব শ্রীপদে উৎপত্তি সেই গঙ্গা ভাগিরথী
এই দেখহে শ্রীপতি মস্তকে আমার।
রেখেছি যতনে সদা পাইতে নিস্তার ॥
নিজ ভক্ত বলি কৃপা কর সারাৎসার,
কর'না ছলনা আর হে নন্দ কুমার,

তব লীলা বিশ্বস্বামী কেমনে বুঝিব আমি,
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার।
বুঝিবারে তব মর্ম্ম সাধ্য আছে কার॥

গীত।

কিভাবে বিহার হরি বুঝিতে নারি।
ভেবে ভেবে পাগল হ'ল তোমার ভোলা
ত্রিপুরারি॥

গোলকে সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মভাব তোমার গোবিন্দ,
সেভাব ত্যজিয়ে নন্দনন্দন হ'লে বংশীধারী॥

বৈকুণ্ঠে কমলাসনে, পালিতে এই ত্রিভুবনে,
নিয়ত রত পালনে হে লীলা কারী।
হরিবারে ধরাভার, হ'লে কত অবতার,
অপূর্ব্ব ভাব তোমার, ওহে বৈকুণ্ঠ বিহারী॥

কৃষ্ণ রূপে এসে ভবে, করেছ লীলা কত ভাবে,
ভাবুক বিনে কি সেভাবে, ভাবে কেও হরি,
বাৎসল্য ভাব ধারণ করি, যশোদায় মা বল্লে হরি,
দস্যভাবে মাথায় করি নন্দের বাধা বও মুরারী॥

সখ্য ভাবে রাখাল সনে, ক'রেছ খেলা বৃন্দাবনে,
শান্ত ভাবে ধেনুর সনে, হে বনচারী,
মধুর ভাবে গোপীর মন, হরিলে মধুসূদন,
লবে এ রসিকের মন কোন্ ভাবে ভবকাণ্ডারী ॥

—:*:—

এইরূপে সদানন্দ গোবিন্দের সনে।
আনন্দ করিয়া যান কৈলাস ভবনে ॥
হইয়া ব্যাকুল ভয়ে রাখাল সবাই।
শশব্যস্তে বলে চেয়ে দেখ্ রে কানাই ॥
কে আসে আকাশে ঐ দেখ্ আলোময়।
পদতলে রাঙ্গা সূর্য্য হ'য়েছে উদয় ॥
দশ হাত দেখিতেছি সিংহের উপরে।
হেরিয়া মোদের ভয় হ'তেছে অন্তরে ॥
বল্‌দেখি ভাই ওটা মানুষ না পাখী।
নেহারি রাখালগণে কন কমলাঁখি ॥
ভয়কি অভয়া ঐ হরমনোরমা।
ত্রিলোক তারিণী উনি হন মোর মা ॥
আসিছেন মোরে আজি দেখিবার তরে।
শুনিয়া রাখালগণ সুখে নৃত্য করে ॥
হেন কালে উপনীতা হ'লেন পার্ব্বতী।
অমনি মা ব'লে কোলে উঠেন শ্রীপতি ॥

হররাণী কোলে হরি কত শোভা ধরে।
নীল শৃঙ্গ শোভে যেন কাঞ্চন শিখরে॥
একে বাল্যভাব তায় মাতৃ সম্বোধনে।
আবির্ভাব হ'ল আদিভাব আদ্যামনে॥
বাৎসল্য ভাবেতে পূর্ণ হইল হৃদয়।
মহামায়ার মহামায়া হইল উদয়।
পুত্রভাবে করি কৃষ্ণ বদন চুম্বন।
দশকরে ক্ষীর ননী করান ভোজন॥
চিবুক ধরিয়া পরে সুধান যতনে।
কারণ বারির কথা আছে কিরে মনে।
বহুকাল পরে আজি কোলে পেয়ে তোরে।
হ'ল বাপ আদিকথা উদয় অন্তরে॥

পদাবলী।

মনে কি আছেরে বাপ তোর, কারণ বারির কথা।
বিধি, তোরে, মহেশ্বরে, প্রসব করিনু যথা॥
(তা কি মনে আছে, বহু দিনের কথা,
জনমের কথা, জননীর কথা,)
এই দুখিনী জননীর কথা, এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের আগে,
তাত ত্রিলোকের আর কেউ জানে না)

বুঝেনা বাপ মায়ের প্রাণে, তাই তোরে
দেখিতে আসি।
তুমিত মা ব'লে বারেক, ভাবনা গোলক বাসী ॥
(কোলে আসিতে কি, দেখতে না আসিলে,
মোরে মামা ব'লে সুমধুর স্বরে মামা বলে,
আমার তাপিত প্রাণ জুড়াইতে।)

এই সব বাণী, শুনে চক্রপাণি,
সুধা মাখা আধ বোলে।
দেবী ভবানীরে কন ধীরে ধীরে,
বসিয়া তাঁহার কোলে ॥

পদাবলী।

ওমা বামন অবতারে, ডাকিনু তোমারে,
উপনয়নের কালে।
(বড় বিপদে প'ড়ে মা অন্নাভাবে, ডেকেছিনু
অন্নপূর্ণা ব'লে)
তুমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে তারিলে অভয়ে,
ল'য়েছিলে মোরে কোলে ॥
(তাকি মনে নাই মা, কোলে করেছিলে,
বামন রূপে কোলে উঠেছিলেম)

পরে রাম অবতারে ডাকিনু তোমারে
নাশিতে রাবণে রণে।
নিরূপায় হ'য়ে মা, রাবণে বধিতে,
ডেকেছিনু দুর্গা দুর্গা বলে)
তুমি হইয়ে সদয়া, ওমা মহামায়া,
রেখেছিলে শ্রীচরণে॥
(তাকি মনে নাই মা. লঙ্কা ধামের কথা.
রামরূপে কোলে উঠেছিলেম)
এবে কৃষ্ণ অবতারে, রক্ষিতে আমারে,
যোগমায়া হ'য়েছিলে।
(তোমায় দেখে ছিলেম মা, নন্দালয়ে এসে,
মা যশোদা পাশে সূতিকাগারে)
পরে শিবারূপে শিবে, পিতা বসুদেবে,
জলে পথ দেখাইলে॥
(পুত্রে বাঁচাইলে মা, দুরন্ত কংসের করে,
তাই আজ মা ব'লে কোলে উঠেছি।

ত্রিপদী।

এইরূপে পরস্পর, বহু আলাপের পর,
স্বস্থানেতে যান হৈমবতী।
হেথায় যশোদা রাণী আগতা হেরি যামিনী,

হইলেন উৎকণ্ঠিতা অতি ।

মা হেরি প্রাণ কুমারে, গিয়ে রাণী পুরদ্বারে,

র'য়েছেন পথপানে চেয়ে ।

হেন কালে ধেনু সনে লইয়া রাখালগণে,

হন হরি উপনীত গিয়ে ॥

দেখিয়া যশোদা কন, বলরে রাখালগণ

আজি গোষ্ঠে কেন গেল বেলা ।

শুনিয়া রাখালগণ বলে মা কর শ্রবণ,

কে বুঝে তোর গোপালের খেলা ॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ, করি গোঠে আগমন,

পূজিল মা তোমার নন্দনে ।

ত্রিলোচন বৃষোপরে, আসি গোঠে খেলাকরে

আজি তোর গোপালের সনে ॥

ভেবেছিনু মোরা সবে, কৃষ্ণ মাতা এই ভবে,

মা তোবিনে আর কেহ নাই ।

দশ ভূজা ত্রিনয়নী, তোর কৃষ্ণের জননী,

আজি গোঠে দেখেছি সবাই ॥

এসেছিল সিংহোপরে, গোপালেরে কোলে ক'রে,

দশ করে খাওয়ালে নবনী ।

দেখে জানিনু নিশ্চয়, কখন মানব নয়,

মা তোমার পুত্র নীলমণি ॥

শুনে রাণী মহানন্দে, লইয়া প্রাণ গোবিন্দে,

সুখে নিশি করেন যাপন।
যামিনী প্রভাত হ'লে, গোপাল গোপাল ব'লে,
দ্বারে আসি ডাকে সর্ব্বজন ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম, বসুদাম বলরাম,
আদি কৃষ্ণে ডাকিছে সবাই।
শুনে যশোদা কাতরে কহেন জীবন ধরে,
গোঠে যেতে দিবনা কানাই।

গীত।

দিব না জীবন-কৃষ্ণে গোষ্ঠেতে বিদায় রে।
কুস্বপন দরশন ক'রেছি নিশায় রে ॥

সবে ধন গোপাল বিনে আর কেহ নাই রে;
বহু সাধনে বিধি এ ধন দিয়েছেন আমায়,
পলকে প্রলয় গণি না হেরিলে তায় রে ॥

দুস্বপন দেখাবধি, কাঁপিছে প্রাণ নিরবধি,
ভাবি তাই অঞ্চলের নিধি পাছে বা হারাই,
দেখেছি কালিদহ মাঝে, ডুবেছে কানাই রে,
গোপালে ল'য়ে ঘটিছে মম বিপদ পায় পায়,
কি জানি কি বাদ বিধি সাধে যশোদায় রে ॥

গোপ জাতির কর্ম্মসূত্র, নয় হেন রাজপুত্র,
বল শিশুকালে কুত্র, গোধন চরায়,
তায় গোপাল দুধের ছেলে কোন বোধই নাইরে,
প্রাণধ'রে আজ গোঠে তারে পাঠান কি যায়,
রসিক ভাসে নারিবা বাসে মা রাখিতে
শ্যামরায়রে।

ত্রিপদি।

রাখালের কণ্ঠস্বর, শ্রুত মাত্র ব্রজেশ্বর
শয্যা ত্যজি উঠিয়া ত্বরায়।
লইয়া পাঁচনী বেনু, কহিছেন নীলতনু
দে মা ত্বরা সাজায়ে আমায়॥
ডাকিছে রাখাল সবে, ত্বরা গোঠে যেতে হবে
শুনে রাণী কহেন কুমারে।
দেখিয়াছি কুস্বপন, আজি গোঠে বাছাধন,
কভু যেতে দিবনা তোমারে॥
একেত কপাল মন্দ, তাহে মনে সদা সন্দ,
কংশ-চর আসিছে নিয়ত।
তুই রে অন্ধের আঁখি, তায় বলি কমলাঁখি,
আজি গোঠে হওরে বিরত॥

কথারখ বাছাধন, বলি যশোদা তখন,
সযতনে লইয়া নবনী।
নিজ করে তুলি সুখে, দিলেন কৃষ্ণের মুখে,
বিমুখ হ'লেন নীলমণি।
ভাসি হরি আঁখিনীরে, কহিলেন জননীরে,
দে মা সাজাইয়ে গোঠে যেতে।
নতুবা খাবনা ননী, এইরূপে নীলমণি,
আখুটি করেন নানামতে॥
ফেলি দূরে ননী ক্ষীর, কভু কাঁদিয়ে অস্থির,
কখন বা পড়ি ধরাতলে।
ধুলা ধুসরিত হরি. কভু বা অঞ্চল ধরি,
উচ্চ রবে কাঁদেন মা ব'লে॥
যশোদা হেরিয়ে তাই, কোলে রাখি শ্যামরায়,
মনসাধে সাজান যতনে।
হেথায় গোপাল ল'য়ে, দ্বারেতে গোপাল চয়ে,
গোপালেরে ডাকিছে সঘনে॥

গীত।

আয় না গোপাল, যায় না গোপাল,
তুই না গোঠে গেলে রে ভাই।

তাই সকাতরে তোরে ডাকি সবাই,
ঐ দেখ না হেরে তোর দুখে, (ভাইরে)
ডাকে ঊর্দ্ধমুখে, শ্যামলী, কপিলা ধবলী গাই ॥

উঠ্‌লো পূবে ভানু, চেয়ে দেখরে কানু,
এখনও কি তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই,
নেচে আয় রে নীলতনু, (ভাইরে) বাজাইয়ে বেণু,
ধেনু ল'য়ে চল গোষ্ঠে যাই ॥

আয় রে গোঠে আয়, হ'লে অধিক বেলা,
হবেনাত আজ রাখালরাজা খেলা—
দিয়ে শিঙ্গায় শান, লইয়ে নিশান
ডাক্‌ছে তোরে শোন্ ঐ দাদা বলাই,
আর এক দীন হীন ভিখারী, (ভাইরে)
রসিক নামধারী, তোর গোচারণ আর চরণ দেখতে
চায় ॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও তদ্দর্শনে রাখালগণ।)

সুবল। আয়রে কানাই ভাই একি রীতি তোর,
নিতি নিতি কর বেলা থেকে ঘুমে ভোর।

কৃষ্ণ। মোর দোষ নাই ভাই ছিনু মার কোলে,
আইনু বিদায় ল'য়ে কত ক'য়ে ব'লে।
গোঠে যেতে দিতে মাতা কিছুতে না চায়,
কত মায়া ক'রে আমি ভুলায়েছি তায়।

শ্রীদাম। কি কহিলি মায়াময়! মায়া ক'রে তুই,
আজি ভুলাইলি মায়ে, তোর মায়ার পাশে
বদ্ধ ত্রিসংসার, তাত জেনেছিরে মোরা
দেব গোষ্ঠে, ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, সমন,
চতুর্ম্মুখ, ভোলানাথ, ভোলানাথ প্রিয়ে,
ভুলেছে মামায় তোর। বৃন্দাবন বাঁশী,
পশু পক্ষী কীট তৃণ, গুল্ম বৃক্ষ লতা,
গোপ, গোপীচয়, বল কে নয়, মোহিত
তোর মায়া বলে? ধন্য মায়াময় তুই
ধন্য তোর মায়া।

বসুদাম। মায়াময় তুই সত্য? কিন্তু মোর মতে
যেমতি কৌশলি ব্যাধ জালে বদ্ধ করি
মৃগকুলে, বাঁধে একে একে রজ্জু দিয়ে,
তেমতি রে তুই, মায়া জালে বদ্ধ করি
আমাসবাকারে বেঁধেছিস একে একে
কর্ম্মসূত্র দিয়ে, শুধু মোরা বলে নয়,

পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি যাহা কিছু আছে
ত্রিসংসারে, সবে বদ্ধ মায়াজালে তোর।
ব্যাধ জালে ঘিরে ক্ষুদ্র বন, তোর জালে
ত্রিভূবন ঘেরা, বদ্ধ জালে করে ব্যাধ
পশু পক্ষী যত, কিন্তু ভাই তোর জালে
বদ্ধ সর্ব্ব জীব।

কৃষ্ণ। কেন বসুদাম আজি ব্যাধ বলি মোরে
ব্যাখ্যাকর, বল শুনি, দিয়েছি যাতনা
কারে ব্যাধ সম ?

বসুদাম। যে রূপ করম ডোরে বেঁধেছিস যারে,
সে রূপ যাতনা তারে দিস্ অহরহ।
শুনেছি নারদ মুখে, দেব গোষ্ঠ দিনে
মোরা সবে, তবে ভবে সুখী সেই জন,
ছিঁড়েছে যে কর্ম্ম ডোর কাটি মায়াজাল,
সংসার কানন ত্যজি, আনন্দ কাননে
সতত করিছে বাস তোর প্রেমে মাতি।

সুবল। বলুক উহারা তোরে, ব্যাধ মায়াময় !
আমি যাদুকর বলি বাখানিরে তোরে।
বংশিধারী ! বাজাইয়া ডমরু যেমতি
যাদুকর করে খেলা, তেমতিরে তুই

বাজায়ে বাঁশরী, খেলা করিস সতত।
এ বিশ্ব সংসারে সব তোরই খেলনা।

দাম। সত্য যা কহিলে ভাই! নতুবা কি কভু
যমুনা উজান বহে বাঁশরির স্বরে?
না গোপ গোপিনীচয়, ধেনু বৎসগণ
হয় আজ্ঞাবহ নাচে শিখি গোবর্দ্ধনে,
কুঞ্জে শুক শারি, ধন্য বংশিধারী তুই
ধন্য তোর বাঁশী।

শ্রীদাম। আর কেন দাঁড়ায়ে দ্বারে হ'ল কত বেলা,
চল সবে গোঠে গিয়ে করি মোরা খেলা।

কৃষ্ণ। বাঁশরী বাজায়ে আমি আগে আগে যাই,
ধেনু ল'য়ে পিছু পিছু এস সবে ভাই।

(কৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া কিঞ্চিৎ গমনান্তর)

বল। এই তো আইনু গোঠে ল'য়ে ধেনুপাল
এখন চরাই গাভী, হইলে বিকাল
সকলে করিব খেলা কানা'য়ের সনে,
কানাই বাজাক বাঁশী উঠে গোবর্দ্ধনে,
যেখানে যে থাকি সবে দেখিতে ও পাবে,
কারো না থাকিবে কষ্ট কৃষ্ণের অভাবে।

শ্রীদাম। আমরা কে কোন দিকে যাব দাও ব'লে
সেই দিকে সেই সেই যাই মোরা চ'লে।

বল। যাও তুমি সুবলাদি ল'য়ে সব রাখাল
পূরব পশ্চিমোত্তরে রাখ ধেনু পাল
মধ্য গোঠে বসুদাম থাকুক একাকী।
দক্ষিণ দিকেতে গিয়ে আমি ধেনুরাখি॥

(বলরামের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। আপনি চরুক ধেনু এস বসুদাম।
খেলা করি এস দাম সুবল সুদাম॥

বসু। কি খেলা খেলিবি ভাই ?

কৃষ্ণ। যা ইচ্ছা কর সবাই।

বসু। হেড়ে ডু ডু খেলো তবে।

দাম। না, রাখাল তুড়কী খেলতে হবে॥

সুদাম। না, খেলো তবে ডাণ্ডা গুলি।

সুবল। না তানা, খেলতে হবে পালাপালি॥

শ্রীদাম। এ চাতুরি কেন কানাই।
যা খেলাবি খেলব তাই॥
চেয়ে দেখ্ ঐ গেল বেলা।
খ্যাল্ না খেলবি যে খেলা॥

গীত।

গেলবেলা আজ কি খেলা
খেলবি গোঠে খেলনারে ভাই।
এই বেলা সেই খেলা,
কর যাতে চরণ সেবিতে পাই॥

হেঁড়েডুডু ডাণ্ডাগুলি,
রাখালতুড়কি পালাপালি,
তুইত ভাই জানিস্ সকলি,
যা খেলাবি খেলিব তাই॥ (কৃষ্ণরে ৩)

খেল্‌তে এসে ভবের খেলা,
খেলে জীবে যত খেলা,
সে সকলি ভাই তোরই খেলা,
কে বুঝ্‌বে তোর লীলা খেলা, (কৃষ্ণরে ৩)

তাই ভয়ে তোরে জানাই সবে,
সেই খেলা আজ খেলতে হবে,
যে খেলায় ইহ পরলোকে,
কখন না হারাই তোকে (কৃষ্ণরে ৩)

সাজায়ে তোয় রাখাল রাজা,
মোরা সবাই আজ তোর হব প্রজা,
যাতে যমরাজা কি কংস রাজা,

কেও না দিতে পারে সাজা,
রাখাল সখা ভাই তো বিনে,
কে তুষ্‌বে আর রাখালগণে,
তুই আমাদের মন প্রাণ,
তুই আমাদের ধ্যান জ্ঞান,
তো বিনে না জানি আন,
রসিকের প্রাণ কানাই ॥

(নেপথ্যে চীৎকার)

কোথারে কানাই প্রাণ গেল ভাই
কালিন্দির জল পূর্ণ হলাহল
ক'রে মোরা পান হারাইনু প্রাণ
ম'ল সব রাখাল ম'ল ধেনুপাল
কোথারে কানাই রক্ষ আসি ভাই ॥

কৃষ্ণ। ঐ শুন ভাই, বলিয়া কানাই,
বিপদে আমাকে, কেবা যেন ডাকে

শ্রীদা। ওরে পীতবাস বুঝি সর্ব্বনাশ,
হ'য়েছে রে ভাই আর রক্ষানাই,
কালিদহ মাঝে কালসর্প আছে,
তার হলাহল পূর্ণ সেই জল,
যেবা করে পান হারায় সে প্রাণ,

বুঝি তা রাখাল আর ধেনুপাল
ক'রে আজি পান হারাইল প্রাণ,
তাইতে তোমায় ডাকিছে সবাই
কোথারে কানাই প্রাণ গেল ভাই ॥

কৃষ্ণ। নাহি কোন ভয় চল কালিদয়,
দুখ দূর হবে বাঁচাইব সবে,
কালিদহে ঝাপ দিয়ে কালসাপ,
মুহুর্ত্তে দমিব থাকিতে না দিব,
কালিদহে আর, প্রতিজ্ঞা আমার,
ব্রজবাসীচয়ে রাখিব অভয়ে,
অবিলম্বে ভাই চল সবে যাই ॥

(সকলের প্রস্থান)।

(ঐক্যতান বাদ্য)।

উপানন্দের প্রবেশ।

উপা। হরিবোল হরিবোল
গোয়ালা পাড়ার গণ্ডগোল,
তুচ্ছ কথায় বাধায় ভুল,
ভাবেনা এ ঠিক কি ভুল,
দেখেনা কানে দিয়ে হাত,

দৌড়ে বেড়ায় চিলের সাত,
গোয়ালা জাত বিষম বোকা,
সমঝাতে না পারে ধোকা,
কান্ধের উপর গামছা রেখে
গোয়াল ঘরে খুঁজে দেখে,
অপালনে গোরুমরে,
তাতে নাহি গোবধ ধরে.
ভাঙ্গলে পরে কান্ধের বাঁক;
গোবধ করে ক'রে জাঁক,
এই তো তাদের বিদ্যে বুদ্ধি
কেউ জানে না আঙ্ক সিদ্ধি,
কিন্তু ধন্য নারি জাতি
সূর্য্য দেখায় আঁধার রাতি,
পুঁজির মধ্যে কেবল কান্না
আদায় করে মুক্ত পান্না,
গুণের কথা কব কটা
কেবল শুন কথার ছটা,
সদাই চিন্তা গহনা গাটা
সাড়ীর খুঁজে বাহার পাটা,
উপরে মধু ভিতরে বিষ,
তর্কেতে সব তর্ক বাগীশ,
এক এক জনা বিচারপতি,

ঝগড়া ক'র্ত্তে বৃহস্পতি,
তাহে জানে কত ছলা
এর কথাটী ওরে বলা,
পরের ঘর ভাঙ্গার আঁদি,
কান ভাঙ্গানি ঘোর বিবাদী,
এদের মধ্যে গিন্নি যিনি,
কর্ত্তার উপর কর্ত্তা তিনি,
না ল'য়ে তাঁর অনুমতি
কর্ত্তা কর্ম্ম করেন যদি,
অভিমানের সাগর পারে,
দ্বীপান্তরে দেন কর্ত্তারে,
তরিতে সে মান সাগরে,
চরণ তরি যদি ধরে,
তবেই ত কর্ত্তার নিষ্কৃতি,
নৈলে তাঁর যে কি দুর্গতি,
এ বিপদে পড়েন যিনি,
সে যাতনা বুঝেন তিনি,
অন্যের বুঝা সাধ্য নাই,
কি বলছিলেম দূর হোক ছাই'
দিনে দিনে হলেম ভুলো
হা—গোয়ালা পাড়ার কথা গুলো,
ডুবেছে কৃষ্ণ কালিদয়

একথা কি বিশ্বাস হয়
এব্রহ্মাণ্ড ডুবে যখন
বট পত্রে সে ভাসে তখন
গরুড় যারে বহন করে
তারে কি কভু সাপে ধরে
সাপের রাজা শয্যা যার
সাপ ক'রে হায় কি ভয় তার
মজিয়ে যার গুণগানে
বাঁচিল শিব গরল পানে
আছে কি তার বিষের ভয়
শুন গিয়ে গোকুল ময়
হায় কি হ'ল হায় কি হ'ল
কালিদহে কৃষ্ণ ম'ল
দেখ্‌রে মন জ্ঞান চক্ষু মেলে
সে কি কালিদহে ডুবার ছেলে

গীত।

দ্যাখরে মন জ্ঞান চক্ষু মেলে।
সে কি কালিদহে ডুবার ছেলে

বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে,
(ওমন) আছে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ—
অনলে কি জলে স্থলে ॥

ঐ দ্যাখ কৃষ্ণকান্তি আভা নীলময় নভোমণ্ডলে
(ওমন) ঐ দ্যাখ কৃষ্ণ রূপের প্রভা প'ড়ে
ক্ষেত্র মাঝে দুর্ব্বাদলে ॥

নবঘন শ্যামের বর্ণ—দ্যাখরে ঐ নীরদে জলে,
(ও মন) ঐ দ্যাখ শ্যামের শ্যামল—বর্ণধরে
বৃক্ষপত্র ছলে ॥

অন্তরে আছেন কৃষ্ণ চেয়েদ্যাখ হৃদকমলে,
(ওমন) সে যে অন্তর বাহির দেখে তারে
ভাসে রসিক নয়ন জলে ॥

উপা। একি !
কথায় কথায় ধীরে ধীরে
এলেম কালিদহের তীরে
এখন হেথা ব'সে থাকি
উঠবে যখন কমলাখিঁ
অম্নি তারে লয়ে কোলে
বাড়ী পানে যাব চ'লে।

(উপানন্দের উপবেশন)

ত্রিপদী।

ডুবে কালি দয় কালিয় নাগেরে,
দমন করেন হরি।
হ'য়ে পরাজিত পত্নিগণ সহ,
করে স্তব পদে ধরি॥
ত্বংহি নারায়ণ ভকত বৎসল,
আশ্রিত পালন কারী।
চরণে শরণ লইনু তোমার,
মোহন মুরলী ধারী॥
ভজন পূজন বিহিন এ দাস
অসাধনে গেল কাল।
নাহি সাধ্য মম ছিন্ন করিবারে
হরি তব মায়াজাল॥
স্বগুণে করুণা করিয়ে শ্রীহরি
করদাসে পরিত্রাণ।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ভবারাধ্য পদে
দেহনাথ মোরে স্থান॥

গীত।

দেহিমে চরণ প্রান্তে স্থান, স্বগুণে নারায়ণ।
হর ভীরুভয় ভাবনা বিপদ ভয় ভঞ্জন॥

আমি ভক্তিহীন অতি পাপমতি,
তব পদে হরি নাহি মতি গতি,
পতিতে করুণা করহে শ্রীপতি,
হর দুখ ভবতারণ ।।

সৃজন পালন প্রলয়কারী, মাধব মোহন মূরলীধারী,
রাধিকারমণ রাসবিহারী, রক্ষ মোক্ষকারণ ॥

ডুবিয়ে প্রবৃত্তি কালিন্দি জলে,
হওহে উদয় হৃদকমলে,
রসিক মানসকালীয়ে দ'লে, কর ত্রাণ কালবারণ॥

ত্রিপদী।

কালীয় নাগের স্তব শুনে তুষ্ট শ্রীমাধব
কন কালিদহ পরিহরি।
যাহ তুমি নাগ লোকে অন্তে যাইবে গোলকে
শুনে সর্প কহে ত্বরা করি।।
সেথা গরুড়ের ভয় কহিলেন দয়াময়
মম পদ চিহ্ন তব শিরে।
দেখিলে গরুড় আর করিবেনা অত্যাচার
ভাসিবে সে প্রেম-সিন্ধু নীরে ॥

শুনে নাগ মহানন্দে পূজা করে শ্রীগোবিন্দে
হেথা ব্রজে হাহাকার ধ্বনি।
বাথানে শুনিল নন্দ, ডুবেছে প্রাণগোবিন্দ
উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল অমনি॥
গিয়ে নন্দ কালিদয়, নাহেরে প্রাণ তনয়,
শোকাবেগে লুটায় ধরণী।
বলে ক'রেছি কি পাপ তায় হেন মনস্তাপ
কেনরে তেজিলি নীলমণি॥

গীত।

কেন ভুলিলিরে নীলমণি।
ক'রেছি কি অযতন,(বাপরে) তাইতে নীলরতন,
ত্যজিলিরে জনক জননী॥
ব'লে বাপ আমার, কোরবো কত আর,
অনিবার হাহাকার ধ্বনি, ডুবে রৈলি কালিদয়
(বাপরে) দুখে প্রাণ-দয়, উঠে কোলে আয়
হৃদয়মণি॥
সদানন্দ নন্দ ছিল সদাকাল,
নিরানন্দ আজ তোয় নাদেখে গোপাল,
শঙ্কা পাছে তোরে হারাই নন্দলাল,

আছে কালিদয়ে কালফণি,
রসিক বলে নন্দ কেন কর সন্দ,
না চিনে নন্দনে প্রমাদ গণি,
ডাক মন প্রাণ খুলে (নন্দহে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
পাবে কোলে প্রাণ গোপাল এখনি ॥

ত্রিপদী।

না হেরে নন্দনে নন্দ হইয়া মহাশোকান্ধ
অচৈতন্য পড়ে ধরাতলে।
হেথা গিয়ে নন্দালয়ে কাঁদিয়া রাখাল চয়ে,
সবকথা যশোদারে বলে ॥
মা তোর প্রাণ তনয় ডুবিয়াছে কালিদয়
শুনে রাণী উন্মাদিনী প্রায়।
করে উচ্চ হাহাকার বলে কি হ'ল আমার
কালিদহ পানে দ্রুত ধায় ॥
ভাসে রাণী আঁখি নীরে, গিয়ে কালিদহ তীরে
গোপাল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে।
ডাকে রাণী বার বার উঠরে প্রাণ কুমার
অনিবার হাহাকার করে ॥

(গোপাল রে, বাপ আমার, জীবন ধন,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখরে বাপ, গোপাল রে)

ওরে প্রাণাধিক, হিয়ার মাণিক,
ফাঁকি দিয়ে মোরে লুকালি কোথায়,
গোপালরে।

তব চন্দ্রানন, না দেখে জীবন,
হারালেম ছুখে বুক ফেটে যায়—গোপালরে।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখী, তুইরে আমার
কমলাঁখি বাপ, (উঠে কোলে আয়
কোলে আয়, কালিদহ হ'তে আমায়
মামা ব'লে)
যেন ফাঁকি দিস্‌নে বাপ আমারে॥

(ওরে বিধিরে, নিরদয়, নিঠুর, বিধি, তোর মনে কি,
ইহাই ছিল বিধিরে)।

বল মোরে বিধি, দিয়ে কাল নিধি,
হ'য়ে বাদী সে ধন কেন হরিলি। (বিধিরে)

ক'রেছি কি পাপ, তায় মনস্তাপ,
আজি তুই বিধি আমারে দিলি॥ (বিধিরে)

কি পাপ ক'রেছি, হ'রে নিলি প্রাণ নিধিরে,
(তাত জানি না, কি পাপ ক'রেছিরে,
নৈলে হরবি কেন) কোর্‌লি বিধি
মোরে পাগলিনী ॥

(ওরে গোপাল রে, নীলমণি, চাঁদ আমার,
কোলে আয়রে বাপ, গোপালরে)
করি নাই যতন, তায় কি নীলরতন,
অভিমানে কালিদয় দিলি ঝাঁপ বাপরে।

তোরে দিব ব'লে বাঁধিয়ে অঞ্চলে
ক্ষীরননী এই দ্যাখ্‌ রেখেছিনু বাপ
(বাপরে,)

সুধামাখা আধ বোলে, এসে ডাক মা মা ব'লে.
বাপ; (প্রাণ জুড়াবে জুড়াবে,
মা ব'লে ডাকিলে, ক্ষীর ননী খেলে,)
ল'য়ে কোলে জুড়াইরে জীবন।

গীত।

কেন কালিদহে গোপাল, ডুবেছ বাপ যাদুমণি।
মা ব'লে উঠে আয় কোলে, চাঁদ মুখে দেই
ক্ষীর ননী ॥

অন্ধের নয়ন অঞ্চলের ধন,
তুইরে আমার নীলরতন,
না হেরে তোর ও চাঁদ বদন,
পলকে প্রলয় গণি ॥

গাভী যেমন বৎসহারা, তেমনি ওরে নয়নতারা
তোমাধনে হ'য়ে হারা আছি নীলমণি,
কতক্ষণ আর দুখিনীরে, ভাসাবি বাপ দুখনীরে,
ধৈরজ ধরিতে কিরে, পারে মণিহারা ফণি ॥

এ যাতনা কারে জানাই,
সবে ধন মোর তুইরে কানাই,
তো বিনে বাপ আর কেহ নাই,
বলিতে জননী।

উঠরে জীবনের জীবন,
নয় তোর শোকে যায়রে জীবন,
রসিক বলে ভুবন জীবন,
ভয় কি মা উঠবেন এখনি।

শ্রীদাম। হ'লো সর্ব্বনাশ হায়! সহিব কেমনে
এ যাতনা, কাঁদে প্রাণ হৃদয় বিদরে
দেখ চেয়ে বসুদাম, কি দুর্দ্দশা ব্রজে
কৃষ্ণের অভাবে আজি প্রলয় গোকুলে।
শোকোচ্ছ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে বহিতেছে ঝড়,
প্লাবিত ধরণী আজি হ'ল অশ্রুজলে।
কাঁদে গোঠে ধেনুপাল, বৃক্ষে শুক শারি,
বনে বনচর যত; গোপগোপী সবে
করিতেছে হাহাকার গগন বিদারি,
উঠিছে ক্রন্দন ধ্বনি হ'রেছে চেতনা
কৃষ্ণ শোক শেল পশি সবার হৃদয়ে।

সুবল। কৃষ্ণ যদি ছেড়ে গেল আমাসবাকারে
কি কাজ জীবনে আর, কি ফল বাঁচিয়া
চল কৃষ্ণ ব'লে, দেই কালিদহে ঝাঁপ,
মোরা সবে ত্যেজি প্রাণ তবে দূরে যাবে
কৃষ্ণ শোকানলে, পাপ জীবনের জ্বালা।

উপা। (স্বগতঃ) হরিবোল হরিবোল,
গেল এখন মনের গোল,
সমাধি যোগ শিক্ষা দিতে,
প্রেম-ভক্তি বাড়াইতে,

মায়া ক'রে মায়াময়,
ডুবেছে আজি কালিদয়,
কৃষ্ণ ব'লে অনিবার,
করে সবে হাহাকার,
কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ মাতি,
নন্দ আদি যশোমতী,
কালিদহের চারিভিতে,
আছে সবে সমাধিতে,
সবে হেরি অচেতন,
কাঁদছে কেবল রাখালগণ ॥

(প্রকাশ্যে) ওরে সুবল শোনরে বলি
মোর কাছে সব আয়না চলি ॥

সুবল বল খুড় বল বল
অকস্মাৎ আজি একি হ'ল ;

উপানন্দ ভয় কি মন প্রাণ খুলে,
ডাক দেখি ভাই কানাই ব'লে,
জানিস না সে দয়াময়,
ডাকলেই তার দয়া হয়,
যেমন তোরা ডাক্‌বি ফুঠে,
অমনি কৃষ্ণ আস্‌বে উঠে।

সুবল। আয় না তবে সবে মিলে
ডাকিয়ে ভাই কানাই ব'লে।

গীত।

কাঁদাবি ব'লে নিদয় আজি হলি কি দয়াময়রে।
ভুলে কি ব্রজবালকে রহিলি কালিদয়রে।
(দেখাদে দেখাদে দেখাদে ভাই কানাই)॥
হয়ে তোঁরে হারা, হেরি আজি মোরা
ত্রিভুবন শূন্যময়রে।
হ'ল পাগলিনী যত গোয়ালিনী,
কাঁদিছে গোপিনীচয়রে,
না হেরে তোরে গোপাল;
কাঁদিছে দুখে গোপাল,
তোর শোকে নীলমণি হাহাকার ধ্বনি
শুনি বৃন্দাবনময়রে।
উঠে আয়, ভাই কানাই যাতনায়,প্রাণ যায়,
তোষ রসিকের মন, দিয়ে দরশন,
জুড়াই জীবন হৃদয়রে। (দ্যাখাদে ও
ভাই কানাই)

তোর শোকে শুক শারি, কাঁদে সারি সারি,
ব'সে বৃক্ষ শাখাপরে, (তাঁরা জানে না জানে না

তোবিনে তারা, কানাইরে।
ভাসি আঁখি জলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,
কাঁদিতেছে উচ্চৈঃস্বরে ॥ (ঐ শোনরে কানাই)

যত গোপ গোপিগণ হ'য়েছে ভাই অচেতনরে,
(তোরে হারা হয়েরে' কালিদহে তোরে,
জীবনের জীবন;) দরশন কররে উঠিয়ে।

উপানন্দ। কি আনন্দ দেখ রে এসে,
নীলকমল উঠেছে ভেসে,
ভক্তি ক'রে ডাকলে পরে,
আর কি ডুবে থাকতে পারে,
ঐ দ্যাখ কৃষ্ণ উঠলো তীরে,
আসিছে ঐ ধীরে ধীরে,
কৃষ্ণ চন্দ্র উদয় হ'ল
শোকান্ধকার দূরে গেল,
কৃষ্ণ-প্রেমে আহামরি,
বলহরি হরি বল হরি ॥ (৩)

রাখালগণ। কাঁদাইতে আমাসবে আজি কি কানাই,
এতক্ষণ কালিদহে ডুবেছিলি ভাই ?

কৃষ্ণ। বাঁচায়ে রাখাল সবে আর ধেনুগণে,
ডুবেছিনু কালিদহে কালিয় দমনে,
কালিদহ ছেড়ে সর্প পালায়েছে ভাই,
এবে আর কালিদহে কোন ভয় নাই।

উপানন্দ। কালিয় নাগে তাড়িয়ে এসে
কি বল্‌ছিস বাপ হেসে হেসে?

হাঁরে! বল তোর অসাধ্য কি আছে,
এই কালি দহের মাঝে,
তুইই তারে রেখেছিলি,
আবার তুইই তারে তাড়িয়ে দিলি।
যখন হয় তোর ইচ্ছা যাহা,
তখনি তুই করিস্ তাহা,
চেয়ে দ্যাখ্ ঐ কি দুর্গতি
নন্দ আদি যশোমতী,
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ ব'লে
অচেতন ঐ ধরাতলে,
প'ড়ে আছে মৃতপ্রায়,
আয়রে আমার কোলে আয়,
বাঁচাইতে যাই তা সবে,
বিলম্বে আর কি ফল হবে॥

(কৃষ্ণকোলে উপানন্দের প্রস্থান।)

ত্রিপদী।

কৃষ্ণে পেয়ে মহানন্দে নাচে গোপ গোপিবৃন্দে
প্রেমানন্দে হইয়া মগন।
ল’য়ে ব্রজ বিহারীরে সুখে কালিদহ তীরে,
সে যামিনী করেন যাপন ॥
সুখে সবে নিদ্রা যায় ঘটিল বিপদ হায়,
দাবানলে ঘিরিল সে বন।
জাগি গোপ গোপিদলে কাঁদিয়া সকলে বলে।
কোথা কৃষ্ণ রাখরে জীবন ॥
ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া ত্বরা কানাই
অভয় করিয়া সবে দান।
মায়া বিস্তারিয়া হরি বিরাট মূরতি ধরি
দাবানল করিলেন পান ॥
হেরে গোপ গোপিনিরে যতনে নীলমণিরে
করে স্তব ভক্তি সহকারে।
ত্বংহি নাথ ভগবান আজি দাবানল পান
করি, ত্রাণ করিলে সবারে।
পোহাইল বিভাবরী স্তব স্তুতি সাঙ্গ করি
গেল চলি যে যার ভবনে
সতত কৃষ্ণকে ল’য়ে সুখে গোপ গোপিচয়ে
মহানন্দে থাকে বৃন্দাবনে ॥

কিছু কাল গত হ'লে ডাকি নন্দ গোপদলে
বলে সবে কর আয়োজন।
দই খই আদি আর আছে যত উপচার
করিব সে দেবেন্দ্র পূজন॥
শুনে যত গোপগণ করে ত্বরা আয়োজন,
ইন্দ্রযাগ নষ্ট করি হরি।
ছিল যত উপচার নিয়ে করেন আহার
ইন্দ্র তাহা দরশন করি॥
সক্রোধে ভাবেন মনে কৃষ্ণে পেয়ে গোপগণে
মম পূজা করিল রহিত।
বৃন্দাবন করি নষ্ট দেখি কি করেন কৃষ্ণ
গোপে কষ্ট দিই সমুচিত॥
এত ভাবি দেব রাজ না করিয়া কাল ব্যাজ
ঝড় বজ্র শিলাবৃষ্টি করে।
হেরি তাহা নারায়ণ রক্ষিবারে বৃন্দাবন
গোবর্দ্ধন ধরিলেন করে॥
হেরে গোপগণানন্দে সবে গিয়ে কহে নন্দে
হেন বলী দেখিনাই কুত্র।
রক্ষিবারে বৃন্দাবন বাম করে গোবর্দ্ধন
গিরি ধরি আছে তব পুত্র॥
শুনে নন্দ কহে সুখে শুনিয়াছি গর্গ মুখে
কৃষ্ণ মোর সামান্যত নয়।

হবিবারে ধরাভার ধরি মানব আকার
মম গৃহে হ'য়েছে উদয়।।

গীত।

সেকি যেমন তেমন ছেলে।
সে যে স্তন পান ছলে পূতনায় বধে অবহেলে॥
ব্রহ্মাণ্ড বদনে দেখায় মাটী খাওয়ার ছলে।
(গোপাল)
সে যে হুহুঙ্কারে বধকরে দৈত্যগণে পেলে।

গোপাল সে যে গোপাল মাঝে
কত খেলা খেলে,
শুনি নীলতনু বাজিয়ে বেণু ফিরায় ধেনুপালে॥

ক'রে স্বগুণে সবারে বাধ্য বদ্ধ মায়াজালে,
(গোপাল)
ক'রে বাঁশীতে গান বহায় উজান যমুনার জলে॥

বাম করে ধারণ করে গোবর্দ্ধন অচলে।
(গোপাল)
সে যে কালিয়দমন করে ডুবে কালিন্দির জলে॥

রসিক বলে জ্ঞানচক্ষে দেখে হৃদকমলে (নন্দ)
তোরা সাধ পুরায়ে দেখলি সেধন চর্ম্ম চক্ষু
মেলে ॥

ত্রিপদী।

ইন্দ্র গর্ব্ব খর্ব্ব করি, সর্ব্ব দর্প হারি হরি,
নন্দ পুরে করেন বসতি।
যেরূপে জীবাত্মা মতি, পায় পরমাত্মা পতি,
শুন সেই অপূর্ব্ব ভারতি ॥
পতি ভাবে কৃষ্ণধনে পাইবারে গোপিগণে,
নিত্য কাত্যায়নী ব্রত করে।
যানি তাহা অন্তর্যামী, মনে মনে বিশ্বস্বামী,
ভাবিছেন গোপিদের তরে ॥
অষ্ট পাশ মুক্ত যেই, মম ভক্ত হয় সেই,
তারে মুক্তি দেই অনায়াসে।
পরীক্ষা করিয়া এবে জানিব গোপিনী সবে,
মুক্ত কি আবদ্ধ অষ্ট পাশে ॥
এত ভাবি ভগবান পরীক্ষা লইতে যান
হেথা সবে যমুনার তীরে।
রাখি বস্ত্র উলঙ্গিনী, হইয়া যত গোপিনী,
করে কেলি যমুনার নীরে ॥

হেরিয়া গোপনে হরি, বসন হরণ করি,
উঠেন কদম্ব বৃক্ষোপরে।
পরে সব গোপিনীরে, উঠে যমুনার তীরে,
দেখিল বসন গেছে চোরে॥
করে সবে হায় হায়, লজ্জায় দৌড়িয়া যায়,
যমুনার জলে গোপিগণ।
ঢাকি জলে কলেবর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
ইতস্ততঃ করে দরশন॥
দেখিল গোপিনী সব, বস্ত্র লইয়া কেশব,
হাসিছে কদম্ব বৃক্ষোপরে।
ভাসি সবে আঁখিনীরে, ডাকি ব্রজ বিহারীরে,
কর যোড়ে কহে সকাতরে।

গীত।

বলনা ছলনা ক্যানে ললনা পেয়ে বনমালী।
অবলা সরলা মোরা নাহি বুঝি চতুরালী॥
আই আই ছিছি লাজে মরি, শ্যাম হে
তোমার পায়ে ধরি, দেও হে বসন পীত-বসন
মিনতি করি, কি ফল অবলায় লজ্জা দিয়ে
হে হরি. শুনিলে গোকুল বাসী. দিবে মোদের
কুলে কালী॥

পাব ব'লে তোমাধনে, সবে মিলি সঙ্গোপনে
কাত্যায়নীর চরণে, ল'য়েছি শরণ,
সেই ফলে কি এইফল হে নীল বরণ,—
হ'য়ে সুরসিক মোদের দিওনা কলঙ্কের ডালি

ত্রিপদী।

শুনিয়া শ্রীহরি কন বলশুনি গোপিগণ,
কিসে আমি করিনু ছলনা।
মোরে যদি পতিভাবে, ভাব তবে দেখ ভেবে,
তোমরা তো আমারি ললনা॥
পতি যদি বস্ত্র হরে, কেবা তায় দোষ ধরে,
শুনে বলে যত গোপিগণ।
তুমি ত নহ সে পতি, তুমি যে পতির পতি,
বিশ্বপতি পতিত পাবন॥
যখন এ মন প্রাণ, শ্রীপদে করেছি দান,
তখন কি ফল বস্ত্র ল'য়ে।
শীতে কাঁপিছে সকলে, আর কতক্ষণ জলে,
রব বল উলঙ্গিনী হ'য়ে॥
শুনে হরি কন হেসে, লও বস্ত্র উঠে এসে,
শুনে পুনঃ কহে গোপিগণ।
কেন লজ্জা দাও হরি, বস্ত্র দাও পায়ে ধরি,

শুনিয়া কহেন নারায়ণ॥
আছে যার লজ্জা ভয়, সে ত মোর ভক্ত নয়,
ঘৃণা লজ্জা ভয় জাতি কুল।
শোক মান জায় আশ মুক্ত এই অষ্টপাশ,
হ'লে তার হই অনুকুল॥
পরীক্ষা লইতে তায়, আজি আসিয়া হেথায়
হরিয়াছি তোমাদের বাস।
শুনে লাজ পরিহরি, অগ্রে উঠিয়া কিশোরী,
কন বাস দেহ পীতবাস॥
ক্রমে লাজ পরিহরি, সবে উঠে ধরাপরি,
বসন দিলেন সবে হরি।
যার যেই বস্ত্র ল'য়ে পরিল গোপিনি চ'য়ে,
কহে বৃন্দে পরিহাস করি॥
আজি হতে তুমি সখা হইলে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
আমরা তোমার সখি হই।
বল তুমি হবে কার কহেন নন্দ কুমার
সে ভারতি শুন প্রাণ সই॥

গীত।

শুন প্রাণ সই তোমারে মনের কথা কই
যে আমারে ভালবাসে আমি তার হই॥

ত্রিলোকে কেও নাই মোর পর, আমি সখি পরাৎপর, ভক্তের কাছে নিরন্তর প্রেমে বাঁধা রই॥

দেখ নন্দ [illegible]পপতি, ক'রেছিল ভক্তি অতি,
সে কা[illegible] [illegible] হুতি নন্দের বাধা বই॥
রসিক বলে ভবতারণ ব্রজে এলে ভক্তের কারণ
ভক্তে কেবল পাবে চরণ আমরা কি কেও নই॥

ত্রিপদী।

শুনে সব গোপিকায়, যে যার বাসেতে যায়,
কিছু দিন গত হ'লে হরি।
দেখিবারে গোপিগণে, গিয়ে নিকুঞ্জ কাননে,
মন সাধে বাজান বাঁশরী॥
শুনে যত ব্রজাঙ্গনা, বারি আনার ছলনা,
করি যায় যমুনার তীরে।
ঘাটেতে কলসী রাখি দেখিবারে কমলাখি,
কুঞ্জ বনে যায় ধীরে ধীরে॥
সবে কুঞ্জে প্রবেশিলে গোপনে দেখি কুটীলে
আসি দ্রুত কহিল আয়ানে।
বৃন্দে আদি গোপিসনে গ্যাছে রাধা কুঞ্জবনে

ভজিবারে সে বংশীবয়ানে॥
স্বচক্ষে এলাম দেখে শীঘ্র তুমি গিয়ে তাকে,
কেশে ধরি ল'য়ে এস ঘরে।
কালামুখো অধঃপেতে নন্দের নন্দন হ'তে,
গেল জাতি ত দিন পরে॥
শুনে অতি ক্রোধভরে চলে আয়ান সত্বরে,
কুঞ্জবনে যথা নীলমণি।
জানি তাহা বনমালী বনমাঝে হন কালী,
পূজা করে যতেক গোপিনী॥
ভীম দণ্ড ল'য়ে করে আয়ান বন ভিতরে,
গিয়ে দেখে অপূর্ব্ব ঘটনা।
বলে কোথা বনমালী এযে ব্রহ্মময়ী কালী,
পূজে রাধে সহ ব্রজাঙ্গনা॥

গীত।

এত নয় নন্দের তনয় দুষ্ট বনমালী।
এ যে আদ্যে ভবারাধ্যে ব্রহ্মময়ী কালী॥
নাহি চুড়া ধড়া বাঁশী, এযে শ্যামা করে অসি,
দৈত্য নাশা মুক্তকেশী, ভৈরবী কালী॥
কুটীলে কুটীল মনে, কুকথা রটায় ভবনে,

আজ আসি বুঝিনু বনে তার চতুরালী॥

রসিক কহিছে আয়ান, চিন নাই ও বংশীবয়ান,
আজ হ'তে কর ব্রহ্মজ্ঞান যেই কৃষ্ণ
সেই কালী॥

ত্রিপদী।

হেরে ব্রহ্ম রূপিনীরে ভাসে আঁখি অশ্রুনীরে
আয়ানের ভক্তি ভাবোদয়।
ধন্য ধন্য তুমি রাধে প্রেমানন্দে মনসাধে,
শ্যামাপদে ল'য়েছি আশ্রয়॥
আমি নরাধম অতি তব পুন্যে যদি সতি,
মুক্তি পাই এ ভব বন্ধনে।
শুনেছি সাবিত্রী সতী পুণ্য বলে নিজপতি
বাঁচায়েছে জিনিয়া শমনে॥
সে রূপ আমার মনে ভরসা হ'ল এক্ষণে
আজি আমি বসি তব সনে।
করি জনম সফল ল'য়ে জবা বিল্বদল
দেই মার অভয় চরণে॥
বলি কৃতাঞ্জলি হ'য়ে জবা বিল্বদল ল'য়ে
শ্যামা পদে করিয়া অর্পণ।

সকাতরে যোড় করে শঙ্করীর স্তব করে
প্রেমে অশ্রু হয় বরিষণ ॥
নমস্তে শঙ্করী শিবে, গতিদা জগত জীবে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিনী।
ব্রহ্মা রূপা নিরাকারা বিশ্বময়ী ভবদারা
ত্বংহি তারা ত্রিগুণ ধারিণী ॥
জগন্মাতা জগধাত্রী মহামায়া বিশ্বকর্ত্রী
মোক্ষদাত্রী ত্রিলোক পালিকে।
স্বগুণে দুর্দ্দিনে দীনে মূঢ় ভ্রান্ত জ্ঞান হীনে
স্থান দেমা শ্রীপদে কালিকে ॥

গীত।

মূঢ় ভ্রান্তে পদ প্রান্তে অন্তে রেখো
কৃতান্ত বারিণী।
দিয়ে চরণ তরণী, বৈতরণী পার ক'র
ভবতারিণী ॥ (যেন ত্যাজ না ত্যাজ না মা,
কুপুত্র ব'লে) ॥

বদ্ধ করি মহামায়া সবে মায়া পাশে,
কতকাল আর রাখিবি বল ভব কারাবাসে,
(বন্দী হ'য়েছি, ভব কারাগারে)

কবে স্বগুণে নির্গুণে মুক্তি দিবি ত্রিগুণ
ধারিণী ॥ (আর সহেনা সহেনা মা,
এ ভব যন্ত্রনা) ॥

কামাদি তস্করে চুরী করিল সম্বল,
প্রবৃত্তি রাক্ষসী নষ্ট করিল সকল,
(সব হারায়েছি, আর কিছুই নাই)
হর রিপু দাপ পাপ তাপ ওমা সন্তাপ হারিণী ॥
(আর দিও না দিওনা মা, দারুণ দুঃখ দীনে) ॥

মনকে সতত আমি, সাবধানে রাখি,
ইন্দ্রিয়গণ ভুলালে তায় দেখাইয়ে ফাঁকি,
কিছুই হ'লনা, মা তোর ভজন সাধন)
বল কিহবে রসিকের গতি ওমা
নিস্তার কারিণী ॥
(যেন ভুলনা ভুলনা মা, সে নিদানে দীনে) ॥

আয়ান করি স্তব যায় নিকেতনে।
তদন্তে শ্রীকৃষ্ণে স্তব করে গোপিগণে ॥
ত্বংহি নাথ আত্মা রূপী নিখিলের পতি।
পরম পুরুষ ত্বংহি পরমা প্রকৃতি ॥
তায় কালীরূপা হ'য়ে আয়ানের মন।
ভুলায়ে বাঁচালে আজ রাধার জীবন ॥

জানিলাম যে ভাবে যে ভাবে ও চরণ ॥
সে ভাবে তাহারে তুমি দাওদরশন ॥
করে সে আয়ান গোপ শক্তি উপাসনা।
কালীরূপা হ'য়ে তার পূরালে বাসনা।
গোপীর বাসনা পূর্ণ কর নারায়ণ।
ধর পুনঃ কৃষ্ণরূপ মদন মোহন ॥
শুনে বাক্য কমলাক্ষ ত্যজি শক্তি বেশ
দ্বিভুজ মূরলী ধারী হন হৃষিকেশ ॥
পূজা সাঙ্গ করি পরে মনের উল্লাসে।
কুঞ্জবন ত্যজি গেলা যে যাহার বাসে ॥
যেমন শ্রীমতি উপনীতা হন বাসে।
অমনি কুটীলে কত কহে কটু ভাষে ॥
কেন কালামুখী ম'রতে এলি এভনে।
থাক গিয়ে কৃষ্ণে ল'য়ে নিকুঞ্জ কাননে ॥
কালা কলঙ্কিনী হ'য়ে কুলে দিলি কালী।
নাম'রে কেমনে তুই ওমুখ দেখালি ॥
রাজ কন্যা হ'য়ে ম'জে রাখালের সনে।
উড়ালি কলঙ্ক ধ্বজা এই বৃন্দাবনে ॥
শুনিয়া বিনয় করি কন বিনোদিনী।
কেন কটু কথা মোরে বল ননদিনী ॥
চিন্তে পার নাই তুমি নন্দের কানাই।
সাধে কি রাধেলো সদা শ্যাম পানে চায় ॥

গীত।

সাধে কি ননদী আমি শ্যাম পানে চাইলো।
সেরূপ স্বরূপ রূপ ত্রিভুবনে নাই লো॥

করে ধরে গোবর্দ্ধনে, কালিয় দমন করে বনে;
ব্রহ্মাণ্ড দেখায় বদনে, দাবানল খায় লো॥

শুনে যাঁর বাঁশীর গান, যমুনার জলে
বহে উজান,
চিন্তে পার নাই ভগবান, নন্দের
কালায় লো॥

শ্যামপদ অভিলাষী, সদা শিব শ্মশান বাসী,
রসিক যোগী সন্ন্যাসী, সতত ধেয়ায় লো॥

(গোপালের প্রস্থান,)
(ঐক্যতান বাদন।)

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়ে শুকদেব কন।
শুন রাজা আত্মা পরমাত্মার মিলন॥
তত্ত্বজ্ঞান মতে যারে সহস্রার বলে।
রূপকেতে রাসলীলা সে রাস মণ্ডলে॥
যথায় শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীরাধা মিলন।

হ'য়ে ছিল শুন সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
কার্ত্তিকি পূর্ণিমা তিথি নিশিতে কাননে।
বিনোদ বিহারী বাঁশী বাজান যতনে ॥
মোহন মূরলী ধ্বনি শুনি গোপীগণ।
দ্রুত গিয়ে শ্রীরাধাকে ডাকে সর্ব্বজন ॥

(গান করিতে করিতে গোপীগণের)
প্রবেশ

আহা মরি মরি বাজিল বাঁশরি,
শুনলো কিশোরি শ্রবণে।
সানিধা, নিধাপা, গামা পাধা রাধা বলে সঘনে ॥
(ঐ বাজে বাঁশী)

বলিছে বাঁশরী শুন সুহাসিনী,
জয়রাধে শ্রীরাধে জয় বিনোদিনী,
রঙ্গিনী, সঙ্গিনী, এস সখি সনে মিলে কাননে
(ঐ বলে বাঁশী) ॥

বাঁশীর সুস্বর প্রবেশিয়ে কানে,
অবলার মন প্রাণ ধরে টানে,
ওলো রাই, চল্ ত্বরায়, যদি দেখ্‌বি রসিক নয়নে
(চল চল ত্বরা) ॥

রাধিকা। চল চল তবে ওলো সহচরি,
যাই সবে মিলি নিকুঞ্জ কাননে।
নয়ন ভরিয়া হেরিব শ্রীহরি,
পাব প্রেম শান্তি আকুলিত মনে ॥

বৃন্দে। বল্ কি করিবি গিয়ে কুঞ্জ বনে,
ক'রেছিস্ তার কিবা আয়োজন,
কি দিয়ে সাজাবি সে নীল রতনে,
পূজিবারে ল'বি কি উপকরণ ॥

রাধা। যথা সাধ্য মোর ল'য়েছি তেমতি
তোরা কেবা কি কি এনেছিস বল,
পূরাতে বাসনা সাজাতে শ্রীপতি,
পূজিতে তাঁহার চরণ কমল ॥

চিত্রে। আমি দীন হীনা গোপের রমণী,
সম্বলের মধ্যে ছিল মন প্রাণ,
দেখেছি যে দিন শ্যাম গুণমণি,
সেই দিন তাঁরে ক'রেছি তা দান ॥

বিসখা। শুন বিনোদিনী যিনি প্রাণসখা,
অদেয় তাহারে কি আছে আমার,
যাহা কিছু ছিল দিয়েছে বিসখা,
আমার বলিতে কিছু নাহি আর ॥

ললিতা। ভাবিয়া দেখিনু এ ভব সংসারে
যাহা কিছু ভাবি তোমার আমার,
সকলি ভরম, কি দিব তাঁহারে,
জেনেছি যখন সকলি ত তাঁর,
তাঁর বস্তু তাঁরে দিলে প্রবঞ্চনা
তাঁহার প্রকৃতি সাজাবে তাঁহারে,
ভালবাসা তাঁর করিনে প্রার্থনা,
ভালবাসি তাই যাব দেখিবারে ॥

বৃন্দে। আমার বলিতে তুমিলো শ্রীমতী,
তায় তোরে ল'তে এসেছি যতনে,
তোরে দিয়ে আজি সাজাব শ্রীপতি,
যুগল মিলন হেরিব নয়নে।
পূজিয়ে যুগল যুগল করে.
যুগলের গুণ যতনে গাইব,
নাচিব সকলে আনন্দ ভরে,
যুগল প্রেমেতে ডুবিয়া যাব ॥

রাধিকা। যতই বলনা, শুন সহচরি,
চিরদিন মনে বাসনা আমার,
মনমথ সাজে সাজায়ে শ্রীহরি,
দেখিব মোহন মূরতি তাঁর ॥

গীত।

ফুলহার উপহার দিবলো শ্যাম বঁধুর গলে।
ফুলসাজে রসরাজে সাজাব আজ কুতূহলে॥

যে পদে ত্রিপুরা মুকতি পায়,
ফুলের নুপুর দিব সে পায়,
ফুলের ধড়া ফুলের চূড়া
পরাব ফুল খেলার ছলে॥

মোহন মুরলী গড়ায়ে ফুলে,
শ্যামের করে দিবলো তুলে,
রসিক বলে হৃদয় খুলে
তুলে রেখো হৃদকমলে॥

বৃন্দে। তবে বিনোদিনী চল ত্বরা করি,

রাধা। চল চল তবে যাই সহচরি॥

(গোপিগণের কিঞ্চিৎ গমনান্তর দণ্ডায়মানা)

কৃষ্ণ। বল কে তোমরা এই নিশীথ সময়ে
কাননে, বাসনা কিবা অথবা কোথায়,
ক’রেছ গমন সার, বল প্রকাশিয়ে॥

বৃন্দে। গোপ কুলবধু মোরা, পূরাতে বাসনা,
এসেছি কাননে আজি নিশীথ সময়।
অন্তর্যামী তুমি নাথ জানিছ সকলি॥

কৃষ্ণ। বল একে একে মোরে তোমরা সকলে,
যার যে বাসনা। মম বাসনা শুনিতে।
আর যদি বলিবার, কোন বাধা থাকে
ব'লনা। যেহেতু কুল বধু তোমা সবে॥

রাধিকা। বাসনা মানসে, আসি উদয়ের আগে
জানিতে যে পায়, তারে মনের বাসনা
বাধা কি বলিতে, শুন শুন গুণমণি,
মন যাহা চায় তাহা না দিলে মনেরে,
কি যেন পশিয়া মনে কেমন কি করে,
কাঁদে প্রাণ হেরে সদা মনের যাতনা,
আমি নারী, নারি বুঝাইতে নিজ মনে ;
তায় হরি, আসিয়াছি তোমার নিকটে
নিশিতে, পূরাতে আজি মনের বাসনা,
এ সুখ সংসারে মন কিছু নাহি চায়,
মনের বাসনা হরি, ও রাঙ্গা চরণ
পূজিতে ভজিতে, আর দেখিবারে সদা।

কৃষ্ণ। কি কহিলে ব্রজাঙ্গনে! হয়ে কুলবধু
উচিত কি কভু লাজ ভয় পরিহরি,

নিশীথ নিশিতে এই কাননেতে আসা।
ত্যজি কুল মান। বল কি বলিবে লোকে,
যদি শুনে, তাই বলি যাও ফিরি ঘরে॥

রাধিকা। কি ফল বলনা নাথ! রেখে মন প্রাণ
তব কাছে, গৃহে গেলে শূন্য দেহ ল'য়ে।
ধৈরজ ধরিয়া গৃহে থাকিবারে যদি
থাকিত ক্ষমতা মম, তবে কে নিশীথে
আসিত কাননে, আজি, ত্যজি লাজ ভয়।
কি করিব কুলমান, আর কি তা আছে?
পথিক নয়ন পথে হ'য়েছ যে দিন
তুমি হরি, সেই দিন গ্যাছে তা সকলি।
বলুক যাহার যাহা ইচ্ছা হয় মনে,
নাহি দুখ তায়, এবে পূরাও বাসনা
এ চির দাসীরে স্থান দিয়ে শ্রীচরণে॥

গীত।

কিকহিব মোরা, আরকি মোদের
আছে কুল মান।
যে হ'তে হেরেছি ও বয়ান॥ (মোরা)
অকুলের কাণ্ডারী, পেয়ে কুলনারী,
কুল ত্যজে শ্রীপদে স'পেছি মন প্রাণ॥ (মোরা)

স্মরি ও চরণে, ডরিনা মরণে,
চরণে ঠেলেছি লাজ ভয় অভিমান ॥ (মোরা)

ও পদ সেবনে, এসেছি হে বনে,
জানিব রসিক পেলে শ্রীচরণে স্থান ॥ (মোরা)

কৃষ্ণ। শুন গোপাঙ্গনা সবে, রমণী কুলের
কর্ত্তব্য, সতত নিজ পতি পদ সেবা
শুশ্রুষিবে গুরুজনে পালিবে সন্ততি।
তা না করি, এই ঘোর নিশীথ সময়ে
এসেছ কাননে, পর পুরুষ সেবিতে
নাহি ধর্ম্ম ভয় হায়! একি আচরণ
তোমা সবাকার, আমি না জানি কত বা
খুঁজিতেছে তোমা সবে, সবে পথে পথে
কাঁদিছে ভবনে, কারো স্তন্যপায়ী শিশু
স্তনাভাবে। নিঠুরতাময় নারী হিয়া
কি আশ্চার্য্য! যাও সবে যাও ফিরি ঘরে
হেথায় বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।

বিসখা। কি কহিলা গুণমণি! নাহি ধর্ম্মভয়,
সেকি কথা! ধর্ম্মপথে যেই জন চলে,
যাতনা তাহার নাথ! পুত্র ধন জন;
মায়াময়! এ সংসারে পতি পুত্র ধন

যতই বলনা নাথ! কেহ কার নয়।
নিদান কাণ্ডারী হরি একমাত্র তুমি।
অনিত্য সুখের আশে সংসার মায়ায়
মোহিত যেজন, ধন-জন-প্রিয় সেই।
চাহিনা অনিত্যসুখ, কিকাজ সংসারে
নিত্য সুখ ভিখারিনী হ'য়ে গোপী সবে,
এসেছি কাননে, তব শ্রীপদ সেবিতে॥

চিত্রে। নিশিতে কাননে মোরা এসেছি বলিয়া
কতকি কহিলে নাথ! আমা সবাকারে,
ছার সে ভবন হরি! এ কাননের কাছে,
গোপীর মনের শান্তি ধন তুমি নাথ!
যথা তুমি তথা হরি! শান্তি নিকেতন।
আসিনাই বনে মোরা, এ বাহ্য জগতে
কিম্বা মনরাজ্যে হরি, যেদিকে নিরখি,
জ্ঞান নেত্রে কিম্বা এই চর্ম্মচক্ষু মেলি,
দেখি তব রূপময় জানিনা কখন
আসে আর যায় নাথ দিবস যামিনী॥

ললিতে। কেন নিঠুরতা ময় কহ নারী হিয়া,
তুমি নাথ! নিরদয় নিঠুর জগতে
কে আছে তোমার মত! ক্ষুদ্রমনা মোরা
গোপনারী তাই মন মন্দিরে পশিয়া

একে একে খেদাইলে দূরে, ছিল যত
লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, মায়া মনের মাঝারে।
তাই তোমাবিনা আর কিছু নাহি মনে॥
এবে কি উচিত নাথ এ চাতুরী করা,
তোমার লাগিয়া মোরা ত্যজিনু সংসার,
কেন পুনঃ যেতে বল সে পাপ সংসারে।
ভাল বাস, বা নাবাস, ভালবাসা ধন
তুমি নাথ! ভাল বাসি তাইতে এসেছি;
নিশীথে কাননে হরি দেখিতে তোমারে॥

বৃন্দে। কেন বল নাথ, পর পুরুষ সেবিতে,
এসেছি কাননে মোরা, বলা কি উচিত
পরম পুরুষ হ'য়ে একথা শ্রীমুখে।
পতিপদ না সেবিলে, পায় কি তোমারে
কোন নারী! তাই বলি পতিভক্তি হীনা
হ'লে গোপী পাইত কি তব দরশন।
তোমাধনে পাবে ব'লে পতি পদসেবা
করে সতী! মোরা সবে পেয়েছি যখন
তোমাধনে, কিবা কাজ পতি পদ সেবি।
পেলে কর্ম্মফল কর্ম্মে কে করে বাসনা?
পতি, পুত্র, পিতা, শত্রু, মিত্রভাবে আর
যেভাবে যে ভাবে হরি সতত তোমারে
হইলে তন্ময় তুমি তার হরি তারে।

শত্রুভাবে দিলে মুক্তি কশিপুরে রণে,
মিত্রভাবে বিভীষণ গুহক সুগ্রীবে।
বাৎসল্য ভাবেতে ধ্রুব প্রহ্লাদ জটীলে।
এইরূপে কত ভাবে কত জনে তুমি
করিয়াছ মুক্তিদান শুনেছি পুরাণে।
তবে যে সে ভাবে মজি ও রাজীব পদে,
পাবেনা আশ্রয় নাথ কাতরা গোপিনী॥

রাধিকা। তৃষ্ণাতুরা চাতকিনী বারি আশে যদি
যায় সে নীরদ পাশে বারি না বিতরি,
বধে কি নীরদ তারে করি বজ্রাঘাত ?
অমৃত পাইব বলি মন্থিনু সাগর,
উঠিল কি ভাগ্য ক্রমে তাহে হলাহল।
লভ্য হেতু পণ্য কিনি গেল মূলধন
সকলি তোমার চক্র! যদি বল নাথ
কর্ম্মফল ভোগে জীবে। কিন্তু মোরা জানি
কর্ম্মফল ঘুচে তার ভজে যে তোমারে।
নির্জ্জনে নিশীথে তাই এসেছি ভজিতে
রাঙ্গাচরণ; আজি কানন মাঝারে।
কৃপা না করিলে ওহে ভকত বৎসল!
কলঙ্ক হইবে তব দয়াময় নামে।
বল আমাসবাকারে কাঁদায়ে কি ফল।
কেন এ ছলনা কহ নিদারুণ কথা॥

গীত।

হে মনমোহন শুনি এ কেমন

নিদারুণ কথা হরি।

(প্রাণ কাঁদে যে কাঁদে যে,

তোমার কথা শুনে)

ওহে কালা চাঁদ পাতি রূপ ফাঁদ

প্রাণ পাখী রেখেছ ধরি, (সেত চায়না চায়না,

থাকতে পাপ দেহ পিঞ্জরে,

তব চরণ স্মরণ বিনা) উদ্ধারিতে প্রাণ

জাতি কুল মান সকলি পড়েছে ফাঁদে।

হারা হ'য়েছি হ'য়েছি, মোরা

জাতি কুল মান হরি, তব রূপ ফাঁদে পড়ি)

একা থাকি মন, প্রাণের কারণ

হরিহে নিয়ত কাঁদে, (তায় এসেছি এসেছি

মনকে দেখাইতে প্রাণ হরি,

আজ মনে প্রাণে মিশাব হরি)

বাজায়ে বাঁশরী লাজ ভয় হরি, হ'রেছ

করিয়ে ছলনা (দুঃখ দিওনা দিওনা,

লাজ ভয়ের কথা ব'লে হরি

মোদের সকলি হ'রেছ হরি) ॥

এত ক'রে কানাই, সাধ কি পূরেনাই,
কি ফল কাঁদায়ে ললনা (কৃপা করহে করহে
ওহে কৃপাকর কর, কিঙ্করে শঙ্কর প্রিয়) ॥

চিত্ত বিনোদন নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন হরি,
(মোরা ছেড়েছি ছেড়েছি, পতি পুত্র ধন
সুখের আশা, জগৎপতি তোমায় দেখাবধি)

পড়িয়ে অকুলে ত্যজি জাতি কুল ধ'রেছি
চরণ তরি, (পার করহে করহে, হরি অকুল
ভবসাগরে, ওহে অকুলের কাণ্ডারি হরি,
হরি ভজন হীন রসিকে) ॥

কৃষ্ণ। ভক্তির অধীন আমি চিরদিন,
ভক্তি ভাবে সদা যে আমারে ডাকে,
নিজ ভক্তি বলে হয় সে প্রবীন,
শ্রেষ্ঠ আমি ভবে করিনে ত কাকে।
তবে আমি সদা তারে ভাল বাসি।
আমার লাগিয়ে ত্যজেছে সংসার,
ভক্তি যেন মূল মুক্তি তার দাসী,
উপলক্ষ মাত্র আমি সবাকার ॥

বিসখা। তরিবারে হরি এ ভব পাথার,
ধ'রেছি তোমার চরণ তরি।
অবলা সরলা না জানি সাঁতার'
ছাড়হে ছলনা মিনতি করি॥

ললিতে। এখনি শ্রীমুখে বলিলে শ্রীহরি,
উপলক্ষ মাত্র তুমি সবাকার।
উপলক্ষ জ্ঞানে তব পদ ধরি,
করহে যে হয় কর্ত্তব্য তোমার।

রাধিকা। ভুলেছ কি নাথ! গোলকের কথা,
সাধে বাদ কেন সাধ বারে বারে,
পার ফেল ছিঁড়ে মম আশা লতা,
ফুল সাজে আজ সাজাব তোমারে।
দেলো সখি সবে দেলো ফুল সাজ,
সুবেশে প্রাণেশে সাজাইলো আজ॥
(রাধিকা কৃষ্ণকে ফুলসাজে সাজাইয়া)
দ্যাখ দেখি সখি সবে আঁখি ভরি
ফুল সাজে কিবা সেজেছে শ্রীহরি॥

বৃন্দে। নিজ মন মত সাজায়েছ হরি,
ও বেশে কি মন ভুলে সবাকার?
এই দেখ আমি সাজাই কিশোরি!
ভুলে যেইরূপে এ তিন সংসার॥

ব্রজলীলা।

(বৃন্দে রাধিকাকে কৃষ্ণের বামে রাখেন
সখিগণের নৃত্য ও গীত)

গীত।

আহা মরি মরি যুগল মাধুরী
হেরলো নিকুঞ্জ ধামে।
শোভে সৌদামিনী রাধা বিনোদিনী
নীরদ শ্যামেরি বামে ॥
যুগল নয়নে ও যুগল রূপে,
হেরে আশা পূর্ণ হয়না কোন রূপে,
সাধ মনে সখি, হৃদি মাঝে রাখি,
দেখি সদা রাধা শ্যামে ॥
সফল জনম পূর্ণ মনস্কাম, বদন ভোরে গাও,
রাধা কৃষ্ণ নাম, বল সখি বৃন্দ,
জয় রাধে গোবিন্দ, মাতিয়ে আনন্দ, প্রেমে,
এত দিনে হ'ল মনকষ্ট দূর,
সদয়ে শ্যাম দিলেন রস সুমধুর,
এই যুগল রূপে দেখা, দিও বাঁকা সখা
রসিকের পরিণামে ॥

সমাপ্ত।